www.facebook.com/alipur.barta.5 whatsapp no. 9038640030 ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

গঙ্গাসাগর বারবার
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৬
৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

গঙ্গাসাগর বারবার
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২৩ পৌষ – ২৯ পৌষ, ১৪২২ ঃ ৯ জানুয়ারি – ১৫ জানুয়ারি, ২০১৬ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 11, 9 January - 15 January, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

সাগরমেলা : সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক

ওঁকার মিত্র

গোমুখ থেকে নির্গত হয়ে ২৫০ কিলোমিটারের পাহাড়ী পথ পেরিয়ে হরিদ্বারে সমতলের মাটি ছোঁয়ার পর সে এক অন্য পরিক্রমা। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কত গ্রাম–নগর–সভ্যতার জন্ম দিয়ে ক্লেদার্ত–অচেতন মানব সভ্যতার পাপ সঙ্গে করে চড়াই–উতরাই পেরিয়ে সাগরের বুকে নিজেকে মিলিয়ে নিচ্ছে যে তার নাম পতিতপাবনী গঙ্গা। সভ্যতার নির্মম অত্যাচার সহ্য করেও ক্লান্তি নেই গঙ্গার। বিপুল উৎসাহে উচ্ছল গঙ্গা মিলনে আকুল হয়ে ছুটে আসছে সাগরের পানে। আর এই আকুল মিলনের পুণ্যভূমি সাগরদ্বীপ।

পুরাণ অনুযায়ী গঙ্গা–সাগরের এই মিলনের পুরো পরিকল্পনাটাই করেছিলেন সাংখ্যচার্য মহামতি কপিল, যাঁকে সুচারুভাবে রূপদান করেছেন কারিগর ভগীরথ। সাগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া আটকে মহামুনি কপিল গঙ্গা আনয়নের পরিকল্পনা না করলে গড়েই উঠত না গাঙ্গেয় সভ্যতা সংস্কৃতি। কপিলমুনির রোষ থেকে নিজের বংশধরদের বাঁচাতে ভগীরথ গঙ্গাকে যে পথে নিয়ে এসেছেন আজকের সভ্যতা তাকে দেখে তারিফ করতে বাধ্য। আর নিজের স্বার্থেই ব্রাত্যভূমি রসাতলের এক অখ্যাত দ্বীপকে করে তুলেছেন পুণ্যভূমি। সম্ভবত মনে মনে হেসেছেন মহামুনি কপিল। নির্বাসনে এসে যে নির্জন একাকীত্বের যন্ত্রণা তাঁর ভোগ করার কথা ছিল তাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করে দিয়েছেন তিনি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিস্ফারিত চোখে দেখে চলেছেন পুণ্যের জন্য আকুল লক্ষ লক্ষ প্রাণ প্রতি বছর তাঁরই সামনে গঙ্গা–সাগরের সঙ্গমে অবগাহন করে পাপমুক্ত হচ্ছেন। মহামতি কপিলের এ এক পরম পাওয়া।

পুরাণের পাতা থেকে সরে এসে দেখলে আরও এক ছবি ভেসে আসে মনের আয়নায়। একে অর্থে গঙ্গা–সাগরের গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো আসলে গঙ্গাকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উৎসব। আমাদের মধ্যে এ প্রথা বহুদিনের। পরিক্রমায় বেরিয়ে তীর্থ করে কেউ ঘরে ফিরলে আমরা তাঁর পা ধুইয়ে দিই। তাকে ছুঁয়ে পুণ্য অর্জন করি। তাঁর অভিজ্ঞতার শরিক হতে চাই। তাঁর পুণ্যের ভাগ পেতে চাই। তাঁর অভিজ্ঞতায় অবগাহন করতে চাই। গঙ্গাই বা কম কিসে। কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কত পাপ বিলীন করে গঙ্গা যখন সাগরে মিশছে সে কি পুজো পাওয়ার যোগ্য নয়। তাই তো গঙ্গা অন্য নদীর থেকে আলাদা। তাই তো গঙ্গা 'লাইফ লাইন'। অনায়াসে আমাদের মনের গভীরে জমে থাকা সব পাপ গঙ্গাকে দিয়ে নতুন করে বাঁচা যায়। তাই তো গঙ্গা পুণ্যসলিলা, তাই তো সাগরদ্বীপ পুণ্যক্ষেত্র।

এই পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্য অর্জনের উৎসবের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন পরেই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যখন ওঁ গঙ্গা বলে সঙ্গমে অবগাহন করবেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। কিন্তু তার আগের ছবিটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। ক্রমশ নগ্ন হয়ে উঠছে মানব সভ্যতার গরলের ভান্ডার। একদল মানুষ আর এক দল মানুষের শত্রুতে পরিণত হচ্ছে প্রতিদিন। পাঠানকোটে ধ্বংসলীলা, অমৃতসরে বিস্ফোরণ নেতাদের কুবাক্য বর্ষণ পুণ্য অর্জনের আবহকে ক্লেদাক্ত করে তুলছে। গঙ্গাসাগরের পুণ্যতিথি ভালভাবে কাটবে তো? সারা ভারতবর্ষ থেকে যেসব পুণ্যার্থী ইতিমধ্যেই সাগরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন, যারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের মনে আশঙ্কা বাড়ছে। যদিও এ রাজ্যের প্রশাসন গঙ্গাসাগরের মিলন উৎসবকে সফল করতে সব রকম ব্যবস্থা করছে। চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না সরকার। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আরও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতে হবে। উৎসবের আগে কোনও প্ররোচনা যেন প্রশ্রয় না পায়। মনে রাখতে হবে সাগরদ্বীপের পুণ্যভূমির এই উৎসব পশ্চিমবঙ্গের গর্ব। তাতে কালির ছিটে লাগলে কারোর রক্ষা নেই। সাগরদ্বীপের পুণ্য বালুতটে দাঁড়িয়ে একটাই কামনা— সকলের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।

মাহেন্দ্রক্ষণ

জোয়ার
১৩.১.২০১৬
রাত্রি ০১.০১ দিবা ১২.৪৬
১৪.১.২০১৬
রাত্রি ০১.৪৯ দিবা ০.৪৪
১৫.১.২০১৬
রাত্রি ০২.৩৭ দিবা ০১.৩২

ভাটা
১৩.১.১৬
রাত্রি ৫.৫১ দিবা ৫.৪৬
১৪.১.১৬
রাত্রি ৬.৩৯ দিবা ৬.৩৪
১৫.১.২০১৫
রাত্রি ৭.২৭ দিবা ৭.২২
১৬.১.১৬
রাত্রি ৮.১৫ দিবা ৮.১০

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নয়া দিল্লির দূষণ রোধে গাড়ি চলাচলে কেজরিওয়ালের জোড়–বিজোড় দাওয়াই নিয়ে নানা সোরগোল সাড়া ফেলেছিল। অবশেষে চালু হল। এভাবে কি দূষণ রোধ সম্ভব প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই গেল। সবুজে ছেয়ে থাকা দিল্লির পক্ষে দূষণ বেমানান তো বটেই।

রবিবার : ভারত–পাকিস্তানের সুসম্পর্কের ভিতটা ফের তৈরি হচ্ছিল দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর ইতিবাচক চেষ্টায়। খোদ পাঠানকোটের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে জঙ্গি হামলা ফের সেই ভিত নড়িয়ে দিয়ে গেল। আপাতত সামাল দেওয়া গেলেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখালো অভ্যন্তরীন নিরাপত্তায় অশনি সংকেত। পাকিস্তান নিরূপায়। জঙ্গি জালে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গিয়েছে দেশটা। কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে দু দেশের সুসম্পর্ক অনেকেরই চক্ষুশূল।

সোমবার : রাজ্যের এক দর্শনীয় স্থান হাওড়া বোটানিক্যাল গার্ডেন কি জৌলুস হারাচ্ছে? প্রশ্ন তুলে দিল এবারের শীত। আধুনিক নানা গার্ডেনের কাছে হার মানছে বোটানিক্যাল কর্তৃপক্ষের নেতিবাচক মনোভাব। রাজ্যের নানা স্থানে যখন ভিড় উপচে পড়ছে তখন হতশ্রী বোটানিক্যাল গার্ডেন দর্শকহীন।

মঙ্গলবার : ভোর রাতে হানা দিয়ে গেল মৃত্যুদূত ভূমিকম্প। কলকাতা বাঁচলেও বিধ্বস্ত হয়ে গেল মণিপুর। প্রাথমিক খবরে মৃত ৭, আহত শতাধিক। ইম্ফল বিমানবন্দরও ক্ষতবিক্ষত। পরমাণু পরীক্ষার নামে উত্তর কোরিয়া এক মেকি ভূমিকম্পের জন্ম দিয়েছে কদিনের মধ্যেই।

বুধবার : সারা পৃথিবীতে শয়তানের বর্তমান মুখ আইএস। ভয়াবহ আলকায়দাকেও পিছনে ফেলেছে তারা। সেই আইএস–এ যুক্ত বাঙালি। খোদ ভিডিওতে উঠে এসেছে লন্ডন প্রবাসী সিদ্ধার্থ ধর ওরফে আবু রুমায়েশ। কাঁপুনি ধরছে বাঙালি উঠোনে।

বৃহস্পতিবার : মুখ্যমন্ত্রী যখন স্কুল–কলেজ গড়ছেন তখন একটা কলেজ পুড়ে ছাই হয়ে গেল জমি দখলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ক্লাবের সঙ্গে গোলমালে। হায়! এই জন্যই বাঙালির অপবাদ কাঁকড়া হিসেবে। অর্থাৎ একজন এগোতে চাইলে অপরজন তাকে টেনে ধরে। বাংলার শত্রু বাঙালিরাই। এই চক্রব্যুহ থেকে কবে যে বঙ্গসমাজ বেরবে তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে।

শুক্রবার : টহলদারির সময় ব্যাগ খুলে সার্চ করতে গিয়ে গুলিতে নিহত হলেন এক কনস্টেবল। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে কাপাস এরিয়ার এই ঘটনা স্পষ্ট করে দিলেন দুষ্কৃতীদের কাছে পুলিশ এখন শিশুদের সামিল।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন গঙ্গাসাগর চ্যালেঞ্জ তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা

কুণাল মালিক ও বরুণ মণ্ডল

প্রায় ২০ লক্ষের কাছাকাছি তীর্থযাত্রীর বিপুল সমাগম হবে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসন নজিরবিহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। সম্প্রতি পাঠানকোট জঙ্গি হামলার পর সারা দেশেই রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছে। সন্ত্রাসের এই আবহে প্রশাসনও তৎপর। ভিড়ের মধ্যে কোনও জঙ্গি যাতে নাশকতা চালাতে না পারে তার জন্য প্রশাসন কোনও ফাঁক রাখতে চায় না। গত ৪ জানুয়ারি নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাগর মেলার নিরাপত্তা জোরদার করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন।

মেলাপ্রাঙ্গনে সাফাই কর্মীদের তৎপরতা

আলিপুরে এবং মেলা প্রাঙ্গনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক ডঃ পি বি সেলিম বলেন, এবার গঙ্গাসাগর মেলার লক্ষ ''গ্রিন ও ক্লিন''। সারা মেলাপ্রাঙ্গন জুড়ে ১০,০০০ এর বেশি টয়লেট করা হচ্ছে। সাফাই কর্মীরা ২৪ ঘন্টা তদারকি করবেন। এইবারই প্রথম মেলাকে প্লাসটিক ফ্রি জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

এরপর ছয়ের পাতায়

কপিলমুনির সঙ্গে সেলফি জওয়ানদের

নৌকা উল্টে মৃত ১, বিক্ষোভ

অভিশপ্ত নৌকা মৃতদেহ ঘিরে বিক্ষোভ। ছবি:মধুশ্রী আচার্য

অমিত মণ্ডল, নামখানা : নৌকা বোঝাই সবজি নিয়ে নামখানা সবজি মার্কেটে বিক্রি করতে যাওয়ার পথে নৌকা উল্টে মারা গেলেন এক চাষি। মৃত মহিলা চাষির নাম দ্রৌপদী বাখরা (৪৫)। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মৌশুনির কুসুমতলাতে। প্রায় তিনলক্ষ টাকার ঝিঙে, উচ্ছে ও অন্যান্য সবজি নিয়ে কুসুমতলার ৫৫ জন চাষি চিনাই নদী দিয়ে নামখানা সবজি মার্কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ার পরে নৌকাটি এক পাশে উল্টে যায়। মালসহ সমস্ত চাষিরাও পড়ে যান নদীতে। কাছাকাছি থাকা গ্রামবাসীরা ছুটে এসে উদ্ধারকার্যে নামেন।

সকলকে উদ্ধার করা গেলেও বাঁচানো যায়নি দ্রৌপদীকে। বেলা দশটা নাগাদ নদীতে পাওয়া যায় তাঁর মৃতদেহ। বাকিদের দ্বারিকনগর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। একজন এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছে। ঘটনাটি ঘটার পর মৌশুনী কুসুমতলার গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মৃতদেহ ঘিরে এবং হুজ্জাইতের খেয়াঘাট আটকে বিক্ষোভ দেখান তারা। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত পোদ্দার এবং জেলাপরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। তাদের দাবি মৌশুনী হুজ্জাইতির খেয়াঘাট না সারানো এবং সিঙ্গল ইঁটপাতা রাস্তার অবনতির কারণে মালবহন করে নিয়ে যেতে তাদের খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অবশেষে অখিলেশবাবু খেয়াঘাট মেরামতি এবং ইটপাতার প্রতিশ্রুতি দিলে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ তোলে।

বিবেক ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৩ বছর পূর্ণ হল। তিথি মতে অবশ্য ৩১ জানুয়ারি বাংলার ১৬ মাঘ রবিবার কৃষ্ণা সপ্তমী। স্বামীজির জন্মদিন নিয়ে শোভা যাত্রা পূজার্চনা, প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হব, কে কত বড়ো স্বামী বিবেকানন্দ ভক্ত তা প্রমাণ করতে। বেলুড় মঠ স্বামী বিবেকানন্দ, সিমলার গৌরমোহন মুখার্জি লেনের বাড়িতে অনুরাগীদের ঢল নামবে। নমো শ্রী যতিরাজারা মন্ত্র উচ্চারণে অথবা অর্থ উন্মেলিত স্বামীজির ধ্যানস্থ মূর্তির ধ্যানে বসব। সামনে বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি–তৃণমূল কংগ্রেস এ বছর স্বামীজির জন্মদিন নিয়ে নানান কর্মযজ্ঞ আয়োজন করেছে। তৃণমূল সুপ্রিমো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ফতোয়া পাড়ায় পাড়ায় স্বামী বিবেকানন্দর ছবিতে মাল্যদান বাধ্যতামূলক। দিদির নির্দেশে নেতা নেত্রীরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের বাংলা রচনা বই নিয়ে সকাল–সন্ধ্যা 'স্বামী বিবেকানন্দ' রচনা মুখস্থ করছে। কোনও কোনও নেতা বক্তৃতা দেওয়ার সময় স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চারণ ঠিক করে করতে না পারলেও 'কালিয়া দে দে তালিয়া' পড়বে। সিপিআইএম অবশ্য ইন্টালেকচ্যুয়ালস্ পার্টি। তাদের নিজস্ব স্টাইল আছে। তারা মার্কসের দর্শনে বিবেকানন্দ পড়ে। সদ্য সমাপ্ত পার্টি প্লেনামে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে বিপ্লবকে তাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মনে করেছে। এই বিপ্লব বিবেকানন্দর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, চতুরবর্ণের সমন্বয়ে যথার্থ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। প্রথম–দ্বিতীয়–তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যত বিতর্কই থাক সমাজতন্ত্র–পুঁজিবাদের আঁতাত হোক। ক্ষতিও নেই। তবু মার্কসীয় বিপ্লবের স্বপ্নে তারা মশগুল। পাঠক ক্ষমা করবেন, বিবেকতন্ত্র বা বিবেক আনন্দ লিখতে গিয়ে পার্টিতন্ত্রের উচ্ছ্বাস অথবা হেঁয়ালি শুরুতে লেখার জন্য।

ফিরে আসি আমাদের বিবেক চেতনার আনন্দ বিবেকানন্দ। সতেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতার প্রথম লাইন 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটিছে জগৎময়'। মন যখন দোলায় তখন হৃদয়ের মধ্যে বন্দেমাতরমের স্ফুলিঙ্গ অনুভব করি। ভাবি এক থেকে শত কোটি জনতা যদি তার ডাকে সাড়া দিতে পারতাম তাহলে এই স্বাধীনতা স্বাদহীনতা হত না। চিকাগো ধর্ম মহাসভা থেকে ফিরে এসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতা অত্যাচার, শোষণের অবসানে বিপ্লব করার জন্য জার্মানি অস্ত্র নির্মাণ সংস্থা হিকসে ম্যাকহাইসের কাছ থেকে হিংসাত্মক বিপ্লবের সমরাস্ত্র কেনার পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। কিন্তু সময় পরিস্থিতি শ্রীরামকৃষ্ণ –শ্রীশ্রী মার আদর্শ পরামর্শ বুঝিয়ে দিয়েছিল বিপ্লবের নামে উল্কাপাত লক্ষ্য নয়। প্রকৃত বিপ্লব দরিদ্র দেবো ভবঃ। নরের মধ্যে নারায়ণের পুজো। যেদিন ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ দু মুঠো অন্ন পাবে, শীতে বস্ত্র পাবে সেদিনই যথার্থ পরিবর্তন। নৈতিক–সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া এই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হতে পারে না। সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বিপুল অর্থ খরচ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দর নামে কক্ষ বিল্ডিং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের 'চেয়ার' বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের নামে বিপুল অর্থের 'মোচ্ছব' হয়েছে। স্বদেশ বিদেশের স্বামীজি অনুরাগী বোদ্ধামণ্ডলী আলোচনা সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু দেশের ভূমিপুত্র আদিবাসী কালাহান্ডির কঙ্কালসার দেহ শিশু, ডুয়ার্সের চা বাগিচার শ্রমিকের

স্বামীজি চর্চা পেট ভরায় নি। হতভাগ্য স্বাধীনতার দেশে দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের টাকার পাহাড় জমে, বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা খাটে, দেশের ৩০ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। তাদের উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা চলে যায় মন্ত্রী আমলা ও তাদের চেলা চামুন্ডাদের ঘরে। মিড–ডে মিলের চাল–সবজি–ডিম শিশু শ্রেণির ছাত্র খায় না। মাস্টারের ভুড়ি ভোজ হয়। এই মাস্টারমশাই স্বামীজির জন্মদিন–স্বাধীনতা দিবসে দেশের মন্ত্রী যন্ত্রীদের সাথে দেশপ্রেম মানবসেবার আদর্শে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করে। এটাই বোধ হয় ভারতীয় সমাজ–সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিকতা। বিবেকানন্দর জীবনে এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল, গো–রক্ষা সমিতি লোকেরা তাঁর কাছে গিয়েছিল গরু হিন্দুদের পবিত্র দেবতা। গো রক্ষার জন্য স্বামীজির চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানতে। তিনি গো–রক্ষা অপেক্ষায় ভারতে দরিদ্র মানুষের রক্ষাটাই তার আশু কর্তব্য মনে মনে হয়েছিল।

লজ্জাজনক, স্বাধীনতার ৬৯ বছরেও ভারতে দেশের প্রতিটি মানুষের মুখে অন্নদাতা মনুষত্বের শিক্ষা দানের জন্য জাতীয় নীতি গড়ে উঠতে পারেনি। স্বামীজির ছবিতে মাল্যদান করার সময় তার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য হলেও আমাদের বোধোদয় হবে না। যে ভারতমাতার সন্তানদের দুঃখ কষ্টের জন্য রাতের পর রাত ঘুমোতে পারেনি বিবেকানন্দ তার স্বপ্নের ভারতের উন্নয়নে আমরা কি দিতে পারলাম। 'জন্ম থেকে বলিপ্রদত্ত' বাণীটি নিছক আবেগের। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আবেগের টানে নিজেদের স্বদেশ রক্ষায় বলি দিয়েছিলেন।

আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের তিনটি ক্ষেত্র। কৃষি–শিল্প–তথ্যপ্রযুক্তি। জওহরলাল নেহেরু অর্থনীতির বিকাশের জন্য কৃষি অপেক্ষায় বৃহৎ ভারী শিল্প গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছিলেন। নেহেরুর নীতি ছিল ছুঁয়ে পড়া। অর্থাৎ ভারী শিল্প গড়ে উঠলে এই শিল্প সংস্থায় কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। সৎ উদ্দেশ্য। নেহেরুর সমাজতন্ত্র ভাবনা। কিন্তু এই সমাজতন্ত্র কাদের স্বার্থে। মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি জুয়াচোর ও নেতা মন্ত্রীদের স্তাবক অযোগ্য ব্যক্তিদের সমাজতন্ত্র! ভারতের দলতন্ত্রের রাজনীতিতে সুবিধাবাদের ট্রাডিশন প্রতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের প্রতিটি শাখা–প্রশাখায় চলছে। আর প্রান্তজ গরিব মানুষ ভাবছে ছুঁয়ে পড়া খেজুর রস পান করবে। ভারী শিল্প দেশের অর্থনীতির বনিয়াদ নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছে। যার জন্য তৃতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পর ১৯৬৭–৭০ পরিকল্পনাহীনভাবে কেটে ছিল। ১৯৯০–এর দশক থেকে উদারীকরণ অর্থনীতি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ থেকে বিলগ্নীকরণের সূচনা যা করেছে তা দেশের বিদেশি পুঁজির আগমন বাজারি ব্যবস্থার ধারা অর্থনীতির বিকাশ ঘটালেও স্বামীজি চাষি ধোপা মেথর মুদ্দবরাসের সমন্বয় নতুন ভারত গড়ে তুলতে পারে নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভূমিকম্পের ছায়া বিশ্ব আর্থিক বাজারেও

চিনের হাত ধরে ফের পতনের কবলে ভারত

শুদ্ধাশিস গুহ

২০১৬'র শুরুতেই উত্তর–পূর্ব ভারতের ভূমিকম্পে থরহরি কম্পমান হল কলকাতা সহ দেশের ১১ টি রাজ্য। মণিপুরে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হলেও উত্তরবঙ্গেও এর অশনি ছায়া পড়ল বেশ ভালো রকম। কলকাতাও বাদ গেল না যথারীতি। গতবছরের গ্রীষ্মকালীন অভিজ্ঞতার আঁচ এবার লেপ–কম্বলের তলা থেকেই মালুম পেল মহানগরবাসী। কাকতালীয়ভাবে সোমবার সপ্তাহের শুরুর দিনে কম্পমান হল পুরো বিশ্বের শেয়ার বাজার। ভিলেনের ভূমিকায় আবার হাজির চিন। সেদেশের কমোডিটি মার্কেটের কালো ছায়া ভরপুরভাবে গ্রাস করল বিশ্ব আর্থিক বাজারকে। কেঁপে উঠল ভারতও। ঘরে–বাইরে জঙ্গি মোকাবিলায় ব্যস্ত ভারতভূমিকে মোকাবিলা করে যেতে হল এই আর্থিক ধসের সঙ্গে। চিনের এই সমস্যা এই বছর পুরো আর্থিক বাজারেই মন্দাকবলিত রাখতে পারে বলেও কেউ কেউ ইতিমধ্যেই আশঙ্কা করছেন। যদিও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ মনে করছে যেহেতু ভারত কমোডিটি নির্ভর দেশ নয় এবং বৃদ্ধির নিরিখে তা এখনও বিশ্বের সলতের প্রদীপ তাই আপাত ঝামেলায় পড়লেও অচিরেই ভারত এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সফল হবে।

এর পিছনে জোরালো যুক্তি আরও অনেক রয়েছে। যেমন এদেশের সরকার রাজ্যসভার গেরোয় বারংবার আটকে গেলেও সংস্কারের রথকে অব্যাহত রাখতে চাইছে ভালোরকম। সেই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দিচ্ছে বিদেশি রেটিং সংস্থাগুলিও। তাও সকলকে নিয়ে চলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করানোর পরামর্শ আসছে এইসব জায়গা থেকে। তাছাড়া যে বিদেশিরা ক্রমাগত বেচুবাবুর ভূমিকা নিয়েছিল গত বছরের প্রায় অধিকাংশ সময়ে তারা ভারতে এই বছরেই ফের ফিরে আসবে বলেও একটা জোরদার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এমনিতে ডিসেম্বর মাসে এফআইআই বা বিদেশি লগ্নিকারীরা সেভাবে বাজারে থাকেনা। যাও বা থাকে তাও বিক্রেতার ভূমিকায়। এই বছর আগাগোড়া বেচার মুডে

থাকা এই সাহেবরা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে থেকে ভারতের বাজারে হঠাৎ কেনা শুরু করে। এই বিদেশি ক্রেতাদের এফআইআইদের গরিষ্ঠ অংশ বলে ধরছেন না অনেক বাজার বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মতে এই বিদেশিরা মূলত মরিশাস–সিঙ্গাপুর–আরব থেকে আগত। ইউরোপ বা আমেরিকা থেকে আসা বিদেশিদের মূল অংশ নয়। যাদের ভারত তথা বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজারে প্রবেশের সময় মূল জানুয়ারির মধ্যবর্তী সময়। কিন্তু যেভাবে ২০১৬–র প্রথম সোমবারটি শুরু হল তা ভীতি জাগাচ্ছে সাধারণ লগ্নিকারীদের মধ্যে। এদের বক্তব্য, আবারও কী ২০১৫'র অ্যাকশন রিপ্লে পরিলক্ষিত হবে এই বছরে। যার জেরে আটকে থাকা শেয়ার থেকে মুক্তি ফের জটিল হয়ে উঠবে।

নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর যে মধুচন্দ্রিমায় ভর করে দেশের শেয়ার বাজার এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল তার তাল কেটে গিয়েছে ২০১৫–র মাঝামাঝি সময়ে এসেই। কারণ এই সময়কালে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। এর একটা বড়সড় পতন এসেছে চিনের হাত ধরে। ভারতের যেসব শেয়ার নানা কারণে চিনের ওপর নির্ভরশীল তারা পড়ে গিয়েছে বেজায় সমস্যায়। আর এই বড় অংশটাই হল মেটাল বা ধাতু কিংবা কমোডিটিভুক্ত।যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব ভালোমতো অনুভূত হচ্ছে আমাদের বাজারেও। ভারতের বাজার অবশ্য এত দুর্যোগের পরেও ইঙ্গিত দিচ্ছে ভবিষ্যতের সুসময়ের। যদিও দিল্লি এখনও অনেক দূর। আগে যে ইঙ্গিতটা তুলে ধরা হয়েছিল। মানে ভারতের অর্থনীতির হাল ফেরাতে বিশ্বের আর্থিক অবস্থার স্থিতাবস্থার পাশাপাশি মোদি সরকারকেও সক্রিয়তার রাস্তায় হাঁটতে হবে অনেক বেশি করে। বিদেশিরা লগ্নির ব্যাপারে খুব সাফসুতরো। তাদের কাছে ডায়লগের থেকেও গুরুত্ব পায় অ্যাকশন। আর এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে অধিক মনোযোগী হতে হবে এ দেশের সরকারকেই। এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের দিকে তাকিয়ে দুনিয়ার অর্থনীতি তা হল আমেরিকার ফেড সে দেশে সুদের হার আরও কতটা বাড়াবে। অবশ্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমিয়ে শিল্পের পক্ষে বাতাবরণ আরও মজবুত করবে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে ভালো দিক।

এমনিতে শেয়ার বাজার নামটা শুনলেই বহু মানুষ মুখ বেজার করে বলে দেন ওটা একটা জুয়োর আড্ডা। কিংবা সাধারণ মানুষের জন্য যেন এই বাজার নয় । ভাবগতিক এমন থাকে যেন তারা বিশাল বোদ্ধা । অন্য কোথাও থেকে নিজেদের রোজগারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতেও যথেষ্ট পারদর্শী । আদতে কিন্তু তা নয় । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই মানুষেরা বোকার মতো বাজারে ট্রেড করতে গিয়ে লোকসান করে বসে আছেন । আর তারপরেই তাদের ধারণা হয়ে যায় এই বাজার জুয়োখানা । অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত লাভ হচ্ছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। লোকসান হলেই সব গণ্ডগোল। আগে পিছু না ভেবে তখন এই আর্থিক বাজার সম্পর্কে রাশি রাশি নেতিবাচক মন্তব্য করে বসা। আসলে সঠিক পড়াশুনা এবং যথার্থ যথার্থ শিক্ষার অভাবে এই ধরণের খারাপ মন্তব্য করে বসেন কিছু মানুষ। নিজেদের আবেগের দ্বারা একপ্রকার বশীভূত হয়ে পড়েন তারা। খাতায় কলমে এরা হয়তো অনেক শিক্ষিত। কিন্তু অর্থনীতি সম্পর্কে এদের চেতনা অত্যন্ত কম। যা এদের শেয়ার বাজার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করে। একটু চিন্তা করে দেখলে দেখা যায় এই সংখ্যক মানুষের সংখ্যা এখন অনেকটাই কমে আসছে। বরং বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন অনেকেই শেয়ার বাজার সম্পর্ক আগ্রহ অনুভব করছেন। তবে এটা ঠিক বাজারে যখন তেজি বা লাভজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন কিছু খরিদ্দারের বাড়তি আমদানি ঘটে। এটা এই বাজারের চিরাচরিত রীতি।তবে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল হালফিলে শেয়ার বাজারে সঠিক পড়াশুনায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান ট্রেডারের আগমণ ঘটছে। যা দেশের অর্থনীতি তথা সমগ্র জাতির ভবিষ্যতের পক্ষেই আশাব্যঞ্জক। এই অংশ মোটেই বলে না যে শেয়ার বাজার জুয়ো খেলার আড়ত। বরং এদের মতে শেয়ার বাজার হল দেশের আর্থিক উন্নয়নের সূচক। যার রমরমা দেশের উন্নয়নকেই ত্বরান্বিত করে।

এরা জানে কোনও শেয়ার কিনলেই তাতে লাভ পাওয়া যায় না। বরং ভালো দ্রব্য উপযুক্ত সময়ে ধরতে পারলে এবং ধৈর্য্য বজায় রাখতে পারলে লাভের ফসল অতি অবশ্যই ঘরে তোলা সম্ভব। তাছাড়া এখন ভারতীয় শেয়ার বাজার কর্মসংস্থানের পক্ষেও অত্যন্ত উপকারী স্থান। প্রচুর ছেলে মেয়ে বিভিন্ন ব্রোকারি ফার্মে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। শেয়ার বাজারে যারা ট্রেড করে অর্থাৎ কম্পিউটরের সামনে বসে বেচাকেনার কাজ করে তাদের বলে ডিলার। শেয়ার ডিলার হওয়ার জন্য সেবি ভারতীয় শেয়ার বাজারে এনসিএফএম নামক বিশেষ পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থাও করেছে। তার ওপর এদেশে ক্রমশই শেয়ার মার্কেটের প্রতি আসক্তি বাড়ছে। যেসব রক্ষণশীলতার কবচধারী মানুষ এই বাজারকে তুলোধনা করতেন তাদের এখন ঢোক গিলতে হচ্ছে চিটফান্ডের প্রশ্ন উঠলে। আসলে পাড়ার মাতব্বর গোছের এই ভদ্রলোকেরা মুখে শেয়ার বাজারকে অকথা–কুকথা বলতেন, এখানে ট্রেড করতে গিয়ে অবিবেচকের মতো ভুল–ভাল জিনিস কেনার মাশুল গোনায়। অথচ সেই অংশের মানুষই আবার অতিরিক্ত লোভের আশায় চিটফান্ড নামক মরণকলে টাকা রেখেছিলেন। শেয়ার বাজারকে গাল পাড়ার সময়ে এদের একাবারও মনে হয়নি যে যদি তারা ভালো কোম্পানির শেয়ার (যেমন ব্যাঙ্ক, সরকারি–বেসরকারি নামি সংস্থা) ধরতেন তাহলে কিছুদিন তাদের টাকা যদিও বা নিচে পড়ে থাকতো, অবশেষে লাভের মুখ দেখা যেত। কিন্তু চিটফান্ডে টাকা রেখে এরাই সর্বস্ব হারিয়েছেন। একবারেও ভেবে দেখেননি যে শেয়ার বাজারে যেসব কোম্পানির পণ্য কেনাবেচা হয় তারা সরকার তথা সেবি অনুমোদিত। অথচ সম্পূর্ণ বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থায় টাকা রাখতে গিয়ে ডুবে গেলেন এরা। ফলে শেয়ার কেনা বা বিক্রির ব্যাপারটা প্রকৃত পণ্ডিত বিশেষজ্ঞের কথা শুনেই করা বাস্তবসম্মত। তা হলে অন্তত ভরাডুবি ঘটে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ জানুয়ারি – ১৫ জানুয়ারি, ২০১৬

মেষ : মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শরীর ভাল যাবে না। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও সফলতা পাবেন।

বৃষ : পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। গৃহ ভূমি সম্পর্কে ভাল ফল পেলেও বাধা থাকবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে কম কথা বলুন, বুদ্ধির ভুলে ক্ষতি।

মিথুন : দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতা পাবেন।

কর্কট : পিতার পক্ষে ক্ষতিকারক সময়। ভাগ্যের উন্নতিতে বাধা আসবে। সপ্তাহের শেষে ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষয় ক্ষতির যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ সৃষ্টি হবে। বন্ধুদের এবং মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন।

সিংহ : আপনার লক্ষ্যে আপনি পৌঁছতে সক্ষম হবেন। আপনার সাফল্য পূর্ণ কাজের জন্য আপনি প্রশংসিত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এমন ভাল ফল পাবেন না। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কন্যা : মানসিক শান্তিতে বিঘ্ন ঘটবে। আপনার শরীর নিয়ে কষ্ট পাবেন। রক্তপাত, রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে, গলদেশে পীড়ার যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে।

তুলা : শিল্পকলায় পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হবে। বন্ধুরা আপনার সঙ্গে ভাল আচরণ করবে। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয় না।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে নানারকম সমস্যা আসবে। আপনার পাওনা টাকা পেতে দেরি হবে। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় লাভের যোগ কম।

ধনু : কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা দেবে। খুব সতর্কে না থাকলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন না। অনেক চিন্তা–ভাবনা করে যে কোনও কাজে এগোতে হবে। সন্তান নিয়ে মনে অশান্তি থাকবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিৎ লাভযোগ লক্ষিত হয়। সদ গুরু লাভ।

মকর : ব্যবসা–বাণিজ্যে কিছুটা শুভফল পাবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে বারংবার বাধা আসবে। গৃহে–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন না। তবে ক্ষতি কিছু হবে না। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। জলপথে ভ্রমণে যাবেন না।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না। দায়িত্বমূলক কাজে বাধার মধ্য দিয়েও অগ্রসর হতে পারবেন। যান বাহন বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভফলদায়ক।

মীন : শরীর সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। তবে সপ্তাহের শেষ দিকে লেখাপড়ায় বাধা আমার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

ডাকবিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে ৪৩৯ পোস্টম্যান, মেলগার্ড

৪৩৯ জন পোস্টম্যান ও মেলগার্ড নেওয়া হবে ভারতীয় ডাকবিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে। মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে।

নিয়োগ হবে বিভিন্ন ডিভিশনে। ডিভিশন অনুসারে পোস্টম্যানের শূন্যপদ : কলকাতা জিপিও : ১৫টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। বড়বাজার এইচ পি ও : ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। আলিপুর : ৪টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি১)। সেন্ট্রাল কলকাতা : ৩১টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৭)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। পূর্ব কলকাতা : ৩১টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। উত্তর কলকাতা : ২৮টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৬টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। দক্ষিণ কলকাতা : ৬১টি (সাধারণ ৪৪, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৭)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৬টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। উত্তর প্রেসিডেন্সি : ১৬টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। বীরভূম : ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। বারাসত : ২৬টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। উত্তর নদিয়া : ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। দক্ষিণ নদিয়া : ১১টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। মুর্শিদাবাদ : ১৫টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি জাতি ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। আসানসোল : ২২টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। বর্ধমান : ১২টি (সাধারণ ৬টি, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত।

কাজের খবর

বাঁকুড়া : ৬টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। কাঁথি : ৮টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। হাওড়া : ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। মেদিনীপুর : ৯টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। উত্তর হুগলি : ১০টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ৩ তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। দক্ষিণ হুগলি : ১৪টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। পুরুলিয়া : ৮টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। তমলুক : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ২)। মালদা : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ২)। জলপাইগুড়ি : ১৩টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। কোচবিহার : ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। সিকিম : ৪টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১)। দিনাজপুর : ৭টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ : ১টি (সাধারণ)।

ডিভিশন অনুসারে মেলগার্ডের শূন্যপদ : কলকাতা আর এম এস : ২টি (সাধারণ১, তফসিলি জাতি ১)। আরএমএসএসজি : ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। আরএমএসডব্লুবি : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক।

বয়স : ২৭–১–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে নম্বর)। জেনারেল নলেজ (২৫), অঙ্ক (২৫), ইংরেজি (২৫), বাংলা/নেপালি (২৫)। প্রতি প্রশ্নের মান ১। ২ ঘন্টার পরীক্ষা।

পরীক্ষাকেন্দ্র (ব্র্যাকেটে পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড)। কলকাতা (০০১), শিলিগুড়ি (০০২), মেদিনীপুর (০০৫), হাওড়া (০০৬), পোর্ট ব্লেয়ার (০০৪), গ্যাংটক (০০৩)।

ডিভিশন অনুসারে তৈরি মেধাতালিকার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে।

বেতনক্রম ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,০০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে

এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.wbcircle.cadmissions.net ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। দরখাস্তে অবশ্যই যে ডিভিশন বা ইউনিটের শূন্যপদে আবেদন করবেন তার উল্লেখ করবেন। দরখাস্ত করতে বসার আগে একটি পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই স্ক্যান করার পর সেভ করে রাখবেন। অনলাইন দরখাস্তে আপলোড করতে হবে। ফটো ও সই জেপিজি ফর্ম্যাটের হতে হবে। ফাইল সাইজ হতে হবে ২ কেবি থেকে ১০০ কেবি–র মধ্যে। দরখাস্তের 'ডিক্লেয়ারেশন' কলাম পর্যন্ত 'সেভ' বাটন ক্লিক করে তথ্যগুলি সেভ করবেন। এরপর নির্দিষ্ট জায়গায় ফটো ও সই আপলোড করতে হবে। এরপর অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি টুকে রাখবেন। প্রার্থীর ই–মেল আইডি–তেও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠানো হবে। এসএমএসের মাধ্যমে পাঠানো হবে মোবাইল ফোনেও।

এই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেই ফের লগ ইন করতে পারবেন। লগ ইন করে ফি জমা দেওয়ার চালান ডাউনলোড করে তার প্রিন্ট নেবেন। এ–ফোর মাপের কাগজে প্রিন্ট নেবেন। ফি বাবদ এই চালানের মাধ্যমে মোট ৫২০ টাকা (ই–পেমেন্ট কমিশন বাবদ ২০ টাকা সহ রেজিস্ট্রেশন ফি ১২০ টাকা ও পরীক্ষার ফি ৪০০ টাকা)। জমা দিতে হবে কোনও ই–পোস্ট অফিসে। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও মহিলা প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি বাবদ ৪০০ টাকা দিতে হবে না। ২৭ জানুয়ারি অনলাইন আবেদন করলে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে দরখাস্তের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। ফি জমা দেওয়ার ৩ দিন পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ফি সঠিকভাবে জমা হয়েছে কিনা সে–সংক্রান্ত তথ্য পাবেন। না পেলে মেল করতে পারেন এই ই–মেল আইডিতে : epostindiaorg@gmail.com যে কোনও একটি ডিভিশনের শূন্যপদের আবেদন করবেন। দরখাস্তের প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না।

খুঁটিনাটি তথ্য ও দরখাস্তের পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য দেখবেন এই ওয়েবসাইট : www.wbcircle.cadmissions.net

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

‘গঙ্গাসাগর বারবার, বিদ্যাসাগর একবার আর নয়’ : শিক্ষামন্ত্রী

সুমনা সাহা দাস

১ জানুয়ারি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে বেহালার বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে একগুচ্ছ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বহির্বিভাগের আধুনিকীকরণ, প্রশাসনিক বিভাগের সম্প্রসারণ ও সংস্কার, প্যাথলজি বিভাগের সংস্কার, জেলা যক্ষ্মা চিকিৎসা বিভাগ, রক্ত সংরক্ষণ কেন্দ্র, হাসপাতালের চতুর্থতল সম্প্রসারণ, শিশু বিভাগ, মহিলা ও প্রসূতি, আইটিইউ, নবজাতক

বিভাগ, ন্যায্য মূল্যের প্যাথলজি ও ল্যাবরেটরি বিভাগের শিলান্যাস করে বেহালাবাসীকে কল্পতরুর মতোই নতুনরূপে বিদ্যাসাগর হাসপাতালকে উপস্থাপন করা হয় ওই দিন। বেহালার নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মানুষের দীর্ঘকালের চিকিৎসাস্থলই ছিল এই স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, কিন্তু বাম জমানার দীর্ঘকালীন অবহেলায় হাসপাতালের ভিতরে দুর্গন্ধে প্রবেশ করা যেত না। সঙ্গে দৃশ্যদূষণ স্বরূপ ছিল নোংরা রক্ত–পুঁজের তুলো–কাপড়ের যত্রতত্র বিচরণ। হাসপাতালের পুকুরের জলে মিশত মলমূত্র থেকে রক্ত বর্জ্য। সেই জলই ব্যবহার হত রোগী প্লাস্টার ছাড়ানো থেকে অন্যান্য কাজেও। সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থাও ছিল তথৈবচ। এই প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক জানান, ‘‘৭২–এর পর আস্তে আস্তে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা হয়েছিল এই হাসপাতালে, লোকে বলত গঙ্গাসাগরে বারবার যাওয়া যায় কিন্তু বিদ্যাসাগরে একবার গেলে ফিরে আসা যায় না। তবে ডাক্তারের অভাব, নামের অভাব, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী থেকে ল্যাবরেটরি কর্মীর অভাব এখনও আছে। সরকার কথা দিয়েছে বিএমওএইচ কথা দিয়েছে, সিএমওএইচ কথা দিয়েছে। স্বাস্থ্য আধিকারিকরা কথা দিয়েছে, আমরা দ্রুতই বিষয়টির সমাধান করব।’’

প্রকল্পগুলি নিঃসন্দেহে বেহালার বহু মানুষের পাশাপাশি, অন্তর্বর্তী এলাকার মানুষের চিকিৎসা সমস্যা অনেকটাই সমাধান করবে। সঙ্গে থাকবে রুগী কল্যাণ বিভাগ, সেখানে থাকবে সাধারণ মানুষের জন্য কমপ্লেন বক্স, যেসব অভিযোগ জমা পড়বে তা সরাসরি যাবে পার্থবাবুর হাতে, ফলে সমাধানও মিলবে দ্রুত। এখন অপেক্ষা শুধু প্রকল্পগুলির কার্যকর হওয়ার, হাসপাতালের বাইরের সৌন্দর্য যেন চোখের ধাঁধা হয়েই রয়ে না যায় তারও।

পালা বদলের পর রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার বহু সমালোচনার মুখে পড়েছে। বিশেষ করে উৎসব করা এবং লাগামহীন অর্থ খরচের জন্য আঙুল উঠছে তাদের দিকে। এর মাঝে ব্যতিক্রম স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে বর্তমান রাজ্য সরকারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। বিদ্যাসাগরের মতো পরিচিত হাসপাতালে গেলে এই ছবিটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ৩৪ বছরের বামরাজত্বে অবহেলিত স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো খানিকটা হলেও যে ফিরেছে তা স্বীকার করছেন ঘোর সমালোচকরাও। এখন এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটাই চ্যালেঞ্জ সরকারের কাছে।

ভ্রান্ত পরিকল্পনায় শীত উধাও

গ্রীষ্ম বর্ষা সবই আগে ভুগিয়েছে। এবার শীতের পালা। একবার আসে তো একবার যায়। সঠিক হদিশ দিতে ব্যর্থ আবহাওয়া দপ্তরও। শীতের সেই আমেজ নেই। ঘরে ঘরে শরীর খারাপের প্রকোপ। কেন শীত পড়ছে না? এ প্রশ্ন এখন সকলের মনে। অল্প পরিসরে তারই উত্তর দিয়েছেন শক্তিভূষণ সরকার।

বন্যা আটকানোর জন্য নদী বাঁধ দেওয়া হয়। শৈত্য প্রবাহ আটকানোর জন্য সরকার শীতের পাঁচিল তৈরি করেছে। এই পাঁচিল ভেদ করে শীত স্বাভাবিক গতিতে আসতে পারছে না। শীতকে স্বাভাবিক ছন্দে আসতে হলে হয় শীতের পাঁচিল ভাঙতে হবে নতুবা পাঁচিল ছাপিয়ে ঢুকতে হবে। এই পাঁচিলটির নাম হল মধ্যভারতের নিম্নচাপ (L)। এই নিম্নচাপ চারদিনের বাতাস টানে। যখন উত্তর বা উত্তরপূর্ব দিকের বাতাস টানবে তখন তা হবে ঠান্ডার স্রোত আর যখন দক্ষিণ কিংবা দক্ষিণ পশ্চিমের মৌসুমী স্রোতের পথ বেয়ে টানবে তখন তা হবে গরম। সঙ্গে থাকবে সাগর সেঁচে আনা জলীয় বাষ্প। উভয় দিকের টানের প্রভাব সৃষ্ট ঘূর্ণি তৈরি করবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। শীতের সময় এ প্রাকৃতিক বিপর্যয় অন্তর্হিত হত। কারণ এসময় রাজস্থানের মরু কম উত্তপ্ত হওয়ায়

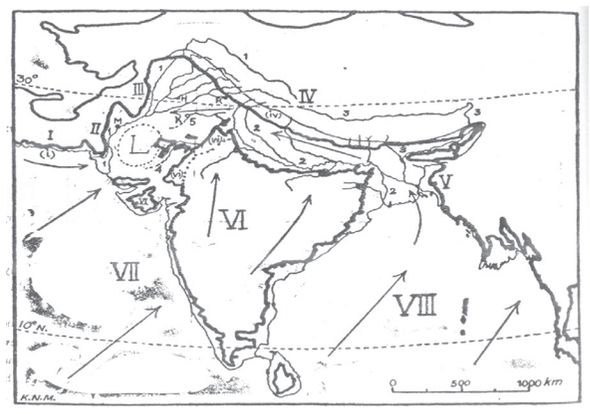

তার টান দুর্বল থাকত তৈরি হত মরু অঞ্চলে উচ্চচাপ (H)। এই (H) যত জোরালো হবে তত মৌসুমীর ফেরার পথ বেয়ে ধেয়ে আসে যে বায়ু তা স্থলপথ বেয়ে আসায় থাকত শুষ্ক এবং পামির মালভূমির থেকে শৈত্য সংগ্রহ করে বাতাসের তাপমাত্রাকে কমিয়ে দিত। রাজস্থানের নিম্নচাপ (L) সরে যেত দাক্ষিণাত্যের দিকে। তাই দক্ষিণে মৌসুমীর প্রভাবে বৃষ্টি হত। উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিক থাকতে ঠান্ডায় আমেজে ভরা শুষ্ক বাতাসের প্রাবল্য অর্থাৎ ভারতে শীত–গ্রীষ্ম–বর্ষা পুরোটাই নির্ভর করে মরুবক্ষের তাপমাত্রা ও বায়ুচাপের হেরফেরের ওপর। সরকারি পরিকল্পনায় মরু চাষের দরুণ সবই আজ উল্টে পাল্টে গিয়েছে। ফল ভুগতে হচ্ছে মানুষকে। বোধহীন নেতারা ফল বুঝেও বোঝেন না।

ক্যানিং বাজারে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত শনিবার সকালে কাপড়ের দোকানের মালিক পরিতোষ সাহা দোকান খুললে দেখে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি উধাও। এই চুরির ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার প্রতাপাদিত্য রোডের পুরাতন বাজার এলাকায়। ঘোষ পাড়া গ্রামের বাসিন্দা পরিতোষের ভাই তপন সাহা মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান। জানা গিয়েছে গত ১ জানুয়ারি গভীর রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী কাপড়ের দোকানের অ্যাসবেস্টার কেটে দোকানের ভিতরে ঢুকে নগদ ৭০ হাজার টাকা এবং প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার শীতের শাল, কাপড় নিয়ে চম্পট দেয়। থানার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

মৌখালিতে খুন

বিশ্বজিৎ পাল, জীবনতলা : গত রবিবার গভীর রাতে পাঁচ–ছয় জন দুষ্কৃতীর ছোঁড়া গুলিতে খুন হয় জাকির নস্কর (৩৭) নামে এক তৃণমূল কর্মী। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার দক্ষিণ মৌখালী গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তাম্বুলদহ–১ পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মৌখালী গ্রামের বাসিন্দা জাকির এদিন বাইরের কাজ সেরে রাতে বাড়িতে ঢুকতে গেলে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী পিছন থেকে গুলি করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। জাকিরের পরিবারের সদস্যরা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করে। ক্যানিং–২ ব্লক সভাপতি তৃণমূলের সওকাত মোল্লা মৃতের পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নতুন বছরের প্রথম দিন। সেই উপলক্ষে চন্দননগর বড়বাজার শহর তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের সামনে সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিবছর দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চন্দননগর পুরনিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়দেব সিংহ এই কর্মসূচির বিশেষ উদ্যোগ নেন। এই অনুষ্ঠানে প্রচণ্ড শীতের হাতে থেকে দুঃস্থ মানুষদের বাঁচার জন্য প্রায় ৩০০ জনকে কম্বল বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী। তিনি বলেন, এই দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় ভাবে ১৬৩ তম জন্মগ্রহণ অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রী সারদামায়ের সারা বাংলা জুনে পালন করা চলছে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলীয় কর্মসূচি ব্যাপকভাবে প্রচার এবং জনসংযোগ বাড়াতেই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক সাউ, কাউন্সিলার পার্থ দত্ত, হুগলির তৃণমূল (কং) ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শুভজিৎ সাউ, কাউন্সিলার ঋতুপর্ণা সাউ মণ্ডল, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন কার্তিক রায়।

বিদ্যানগর কলেজে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাষ্ট্রপতি

কুনাল মালিক

গত ৬ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিদ্যানগর কলেজে নবনির্মিত বেশ কয়েকটি ভবনের উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত এই কলেজেই ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ সালে পর্যন্ত প্রণব মুখোপাধ্যায় অধ্যাপনার কাজ করেন। ২০১৩ সালে তিনি এই কলেজে এসে ১০ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন। খুব দ্রুততার সঙ্গে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার জন্য তিনি ইউজিসির চেয়ারম্যান বেদপ্রকাশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রসঙ্গে ঢালাও সার্টিফিকেট দেন রাষ্ট্রপতি। রাজ্যে আগে এত হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ছিল না বলে দাবি করেন রাষ্ট্রপতি।

এদিন রাষ্ট্রপতি কিছুটা নস্টালজিক হয়ে পড়েন। তিনি যখন এই কলেজে অধ্যাপনা করতেন, সেই সময়কার দুজন মাত্র অধ্যাপক দাবিও আছেন, কথা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি একথা জানান। তিনি বলেন, আমারও বয়স হয়েছে। আগামী প্রজন্মের সুস্থতা কামনা করেন রাষ্ট্রপতি। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে কিছুক্ষণ আন্তরিক ভাবে গল্প করেন। অনুষ্ঠানের পর মুচিশা মাঠ থেকে হেলিকপ্টার করে নদিয়ায় উড়ে যান। হেলিপ্যাডে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা এবং জেলাশাসক ডঃ পিবি সেলিম।

সরকারি বাসের স্টপেজে খুশির হাওয়া চিনপাই গ্রামে

অভীক মিত্র, চিনপাই (বীরভূম) : দীর্ঘদিনের দাবিকে কুর্নিশ জানিয়ে চিনপাই গ্রামে দাঁড়াতে চলেছে সরকারি বাস। বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েতের মধ্যে অন্যতম হল চিনপাই পঞ্চায়েত। ২৩টি গ্রাম নিয়ে গঠিত চিনপাই পঞ্চায়েত। এতোদিন চিনপাই গ্রামের উপর দিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাসগুলি গেলেও চিনপাই–এ দাঁড়াতো না। স্থানীয় মানুষজনের কলকাতা, দুর্গাপুর, বহরমপুর, মালদা যাওয়ার একমাত্র ভরসা ছিল ট্রেন। চিনপাই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের জামবুনি বা পাওয়ার হাউসে সরকারি বাস ধরতে হতো। চিনপাই গ্রামের পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সামনে থামবে বলে জানা গিয়েছে। এর জন্য সেখানে লাগানো হয়েছে একটি সবুজ ফলকও। চিনপাই গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল দুটি— চিনপাই গ্রামে সরকারি বাসের স্টপেজ এবং চিনপাই স্টেশনে হাওড়া–সিউড়ি ‘দুন’ এক্সপ্রেসের স্টপেজ। সরকারি বাসের স্টপেজ পাওয়ায় খুশির হাওয়া চিনপাই জুড়ে।

নদীমাতৃক দেশের তকমা হারাচ্ছে ভারত

কল্যাণ রায়চৌধুরী: গত ৩ জানুয়ারি মাথাভাঙা, চূর্ণি ও ইছামতী নদীর ভয়াবহ দূষণ রুখতে ও সার্বিক সংস্কারের দাবিতে নদিয়া জেলা পরিষদ ভবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার ও কনভেনশন। পশ্চিমবঙ্গ ইছামতী নদী সংস্কার সহায়তা কমিটির উদ্যোগে উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রমেন সর্দার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করে জেলাপরিষদ সভাধিপতি বাণীকুমার রায় বলেন, ‘ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ’ সেই নদীগুলিকে হারিয়ে ফেলেছি। কিছু কিছু কাজ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘ইছামতী নদী ৭৩০ কিমি নদীপাড় বিষয়ে সম্প্রতি সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। জলঙ্গি নদী বুজে গিয়েছে। ইছামতী নদী নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ছাড়াও কিছু অংশ বাংলাদেশেও কিছুটা রয়ে গিয়েছে। সুতরাং এর সমস্যা সমাধানে দুই দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা দরকার। এছাড়াও তিনি নদীবক্ষে পলিথিন, আবর্জনা ফেলা বিষয়ে সচেতনতার কথা বলেন। সেই সঙ্গে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নদীপাড়ে ঘাস লাগানোর কথাও ব্যক্ত করেন যা আসামে ব্যবহারের ফলে অনেকটা উপকার পাওয়া গিয়েছে। বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস বলেন ‘ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও আমাদের একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। চাষের ক্ষেতে জলের প্রয়োজন। সরকার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য সঠিক। কিন্তু এখনও সঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারিনি।

নদিয়ায় বিশেষ কনভেনশন

প্রাক্তন বিধায়ক শশাঙ্ক বিশ্বাস বলেন ‘আমাদের যারা নদী দূষণ নিয়ে ভাবছি তারা সকলেই অতিথি। সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর, তাপস মণ্ডল এনারা সহ আমরা সকলে মিলে যদি একটা ধাক্কা দেওয়া যায় তাহলে কিছু করা যায়। সারা বিশ্বে ‘কন্যাশ্রী প্রকল্পের’ জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব বন্দিত। শুধু ৩০ পেলে পাশ—এই গতানুগতিক কাজ যেন না হয়।’

হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অপর্ণা চক্রবর্তী বলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে বর্জ্য পদার্থ এসে নদী দূষণ করছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে যদি বাংলাদেশের মন্ত্রীকে বোঝাতে পারি সেই চেষ্টা করতে হবে।’

স্বরূপনগর পঞ্চায়েতের সদস্য দুলাল ভট্টাচার্য বলেন, ‘পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত সারা পশ্চিমবঙ্গের কাজকর্ম নিয়ে ভাবছেন। মাথাভাঙা, চূর্ণি ও ইছামতী নদীর ভয়াবহ পলিউশন নিয়ে আমাদেরকে আরও শক্তভাবে হাল ধরতে হবে। এই জল ব্যবহার করে চর্মরোগ সহ নানা রোগ ছড়াচ্ছে। এছাড়া নদীর ১৩০ মিটার চওড়ার স্থলে সরকার ১৫ মিটার এর কথা বলছেন।

এ নিয়েও বোঝাতে হবে। তিনি নদী পাড়ে ঘরবাড়ি, ইঁটভাটা সহ বেআইনী নদী পার দখলের কথাও ব্যক্ত করেন। কবি বিপ্লব চন্দ বলেন, ‘যে নদীর জল খাবারে যায় না সে নদী নদীই নয়। কাউন্টার প্রজেক্ট কমিটি মাস্টার প্লান ও নদীমন্ত্রকের কথা জানিয়েও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কবি ও সাহিত্যিক নীলাদ্রি বিশ্বাস, সদস্য স্বপন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন আহ্বায়ক শিবশেখর গণ, সভাপতি রমেন্দ্রনাথ সর্দার ও সঞ্চালক কমিটির সম্পাদক সুভাষ চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকার জন্য মাত্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

সুন্দরবনের মেলায় মানুষের ঢল

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : গত ৩ জানুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থাকার গোলকুঠি ময়দানে ২৯ তম বর্ষ সুন্দরবন মেলার প্রথম দিনে লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামে। এদিন মেলার উদ্বোধন করেন জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর। এচাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহকারি সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার, মাতলা ১ ও ২ পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস প্রমুখ। প্রতিমা দেবী বলেন গঙ্গাসাগর মেলার পর এই সুন্দরবন মেলায় সর্ব ধর্মের মানুষের মেলবন্ধন ঘটে। শ্যামল বাবু বলেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা তেকে এই মেলার মানুষ আসেন। মেলার উদ্যোক্তা বন্ধুমহল। মেলায় সরকারি বে–সরকারি প্রায় ৫০০টি স্টল এসেছে। মেলা চলবে ৩–১২ জানুয়ারি পর্যন্ত।

মহানগরে

সেনপল্লির চাতকের আকাশের মেঘ থেকে অবশেষে বৃষ্টি এল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দীর্ঘ চার বছর বাদে আগামী ১৩ জানুয়ারি বুধবার বেহালার ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপল্লি সর্দার বস্তিস্থলে ৩.০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ‘মোহিনী চৌধুরী সেমি–আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার কাম বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে’র উদ্বোধন হচ্ছে। দীর্ঘ চার বছর আগে যখন সবে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এই স্টেশনের শিলান্যাস করেছিলেন। এটির উদ্বোধন হলে পশ্চিম বেহালার ১২৮ (আংশিক), ১২৯ (সম্পূর্ণ), ১৩০ (আংশিক) ও ১৩১ (আংশিক) এই চারটি ওয়ার্ড এবং তার আশপাশের এলাকায় ৭০,০০০ পুরবাসীর পরিস্রুত পানীয় চলের চাহিদার অভাব মিটবে। এত দিন এই চারটি ওয়ার্ডে মূলত স্মল ও বিগ ডায়ার হস্তচালিত ও যন্ত্রচালিত হাজারের অধিক কলদ্বারা ভূগর্ভের জল তুলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হতো। আর্সেনিক দূষণের আশঙ্কা মাথায় নিয়েই ভূগর্ভের জল ব্যবহার করতে বাধ্য হত অনেকে। ভোট–বাক্সে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে আশঙ্কা করেই ওই সব এলাকায় অতি দ্রুত জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য পুর জল দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, সর্দার বস্তি সেনপল্লি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের নির্মাণ কাজটি সমীক্ষা করে পুর জল দফতর হাতে নেয়। সেক্সপিয়ার সরণির ‘জৈন কনস্ট্রাকশন লিমিটেড’ নামক ঠিকাদার সংস্থার কাজের গতি অত্যন্ত মন্থর হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হয়। নয়া ঠিকাদারের জন্য আবার ২০১৩–র শেষ দিকে দরপত্র ডাকা হয়।

পুর জল দফতর সূত্রে খবর, এই পাম্পিং স্টেশন থেকে নিত্য ৩০ লক্ষ গ্যালন জল উৎপন্ন হবে। নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ৩৩ কোটিরও বেশি টাকা। গার্ডেনরিচ, জলপ্রকল্প থেকে পাইপের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল এনে এই পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। এদিকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পে জলের নয়া প্ল্যান্টও চালু হবে। তাতে গার্ডেনরিচের জল উৎপাদন ক্ষমতা ৩০, মিলিয়ন গ্যালন বেড়ে যাবে। ফলে গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পের সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা ৩৭ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ১৮৫ মিলিয়ন গ্যালনে গিয়ে পৌঁছবে। পুর সূত্রে খবর, এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশনস্থলে বহুদিন যাবৎ প্রায় ৮০টি পরিবার (সর্দার বস্তি) বসবাস করত। সমস্যা ছিল তাদের পুনর্বাসন নিয়ে। সে কারণে এই স্টেশনের জন্য জায়গা চিহ্নিত হলেও কাজ শুরু করা যায়নি। পুর কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করে এই প্রকল্পের ঠিক পাশে বিএসইউপি (বেসিক সার্ভিসেস ফর আর্বান পুওর) প্রকল্পে প্রায় ৪০টি পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য চারতলা কয়েকটি ভবন নির্মাণ করা হয়। বাকি বস্তিবাসীদের অন্যত্র বহুতল ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিকে কিছু দিনের মধ্যেই টালিগঞ্জের প্রফুল্ল পাল বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন হবে তাতে টালিগঞ্জের বাঁশদ্রোণী এলাকার ১১২, ১১৩ ও ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু অংশে পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব মিটবে।

ভূমিকম্পের র‍্যাডারে মহানগরী

বরুণ মন্ডল

ভূমিকম্প প্রতিরোধ করতে পারবে কী পারবে না, তা খতিয়ে দেখে ‘সিসিলিক ফোর্স’ (ভূমিকম্প প্রতিরোধক প্রযুক্তি) যাচাই করে কলকাতায় ‘হাইরাইজ’ ভবন নির্মাণ হোক বা নাই হোক ভূ–কম্পনের মাত্রা ৪.৫–৫ রিখটার স্কেল বা তার বেশি হলে উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি বাড়িও নিরাপদ নয়। পুর বিল্ডিং দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল (২) দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘যে মাটির ওপর বাড়ির কংক্রিটের পিলারগুলি দাঁড়িয়ে আছে, সেটাই যদি বসে যায় তাহলে বাড়িটা অক্ষত থাকবে কী করে।’ কলকাতার মাটির ৪.৫–৫ কিলোমিটার নিচে কাদামাটির স্তর কম্পনে নির্গত শক্তির তীব্রতা বহু গুণ বানিয়ে দেয়। তাই ঝাঁকুনি প্রবল হচ্ছে। আর ভূগর্ভ থেকে কয়েক হাজার স্থল ও বিগ ডায়ার হস্ত ও যন্ত্রচালিত বল দ্বারা জল তুলে নেওয়ায় ও জলাভূমি ভরাট করায় কলকাতার ভূস্তরের ভারসাম্য এমনিতেই নষ্ট হচ্ছে। এতে মাঝারি মানের ভূমিকম্পও বিপদের কারণ হতে পারে। তবে গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে একাধিকবার ভূমিকম্প হয়েছে। গত ২৭ এপ্রিলেরটা বাদ দিলে রাজ্যের সীমানার মধ্যে একবারও উৎস ছিল না। ওই একটি বাদ দিলে প্রতি ক্ষেত্রে কম্পনের মাত্রা ৩ রিখটার স্কেলের বেশি ছিল। ‘সিসিলিক ফোর্স’ মেনে বাড়ি তৈরি হলে ছোটোখাটো ভূমিকম্প হলে কিছুটা রক্ষে। পুর ইঞ্জিনিয়ারদের স্পষ্ট বক্তব্য, কলকাতায় যে সব বাড়ি তৈরি হচ্ছে তার সিংহ ভাগই ভূমিকম্প

মোকাবিলায় অপারগ। যেভাবে কার পার্কিং জোন (‘জি’) রাখকে ফাঁকা পিলারের ওপর বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেটা খুবই বিপজ্জনক।

ক্যালিফোর্নিয়ার ভূমিকম্প বিজ্ঞানী চার্লস রিখটার ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের এক স্কেল উদ্ভাবন করেন। এটিই রিখটার স্কেল নামে পরিচিত। এই স্কেলে তীব্রতা পরিমাপের একককে ১–১০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাধারণত তীব্রতা ৫ মাত্রা বা তার বেশি হলে ভূমিকম্প প্রবল হয়। এই স্কেল সংখ্যা বর্গমান হওয়ায় স্কেলে ১ একক মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তীব্রতা পূর্বের সংখ্যার চেয়ে ১০ একক মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ স্কেলে ৮ মাত্রা ৭ মাত্রার চেয়ে ১০ গুণ বেশি শক্তিশালী ও ৬ মাত্রার চেয়ে ১০০ গুণ বেশি শক্তিশালী। সাধারণত ভূপৃষ্ট থেকে ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে ভূমিকম্পের কেন্দ্র অবস্থান করে। আর ভূপৃষ্ঠে ভূমিকম্পের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ৫–৮ কিলোমিটার। ভূ–অভ্যন্তরে গতিবেগ আরও বেশি হয়। ভূমিকম্পের সঙ্গে যুক্ত তরঙ্গ তিন প্রকার। এগুলি হল প্রাথমিক, গৌণ ও দীর্ঘ তরঙ্গ। এই দীর্ঘ তরঙ্গের গতিবেগ কম, কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত ভূকম্পন সবচেয়ে বেশি হয়। ফলে এই তরঙ্গের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হয়। সম্প্রতি ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে কলকাতার লাগোয়া সল্টলেক সবথেকে বেশি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। মাঝারি ক্ষতি হতে পারে দক্ষিণ এবং পূর্ব কলকাতায়। উত্তর কলকাতা হল তুলনামূলক ভাবে অনেক নিরাপদ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ৯ জানুয়ারি – ১৫ জানুয়ারি, ২০১৬

মাধ্যমিকে নির্বাসিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র

তাঁর প্রতিফলিত গরিমায় ভারতের প্রথম শাসকদল বিপুল ভোটে ক্ষমতায় এসেছিল। তারপর ছিল তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস। ছলে বলে কৌশলে, নানা আঙ্গিকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে 'স্বাধীন ভারতে' তিনি হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী। সম্ভবত স্বাধীনতার অগ্রদূত নেতাজির প্রতি সেই নিষেধাজ্ঞা আজও বহাল আছে। 'স্বচ্ছ' ভারতের 'অস্বচ্ছ' প্রশাসন তাঁর সম্পর্কিত যাবতীয় নথিপত্র প্রকাশ করার ব্যাপারে অতীতের কৌশলী পদক্ষেপ জিইয়ে রেখেছে।

বাংলার মাটিতে বাংলার এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতি করা হয়েছে চরম উপেক্ষা। একদা কিছু বিপথগামী দেশ বিরোধী শক্তি, বামপন্থীর দাবিদার নেতার দল নেতাজির দেশপ্রেমকে কুৎসিত ভাষায় বিরোধিতা করেছে। সেই ঐতিহ্য পরবর্তীকালের কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট দল নতুন মাত্রায় পরিবেশন করেছে। নেতাজিকে বিস্মৃত নায়ক বানাতে রাজনীতিকদের পাশাপাশি তাঁর বসু পদবীধারী কোনও কোনও সদস্য সদস্যা জাতীয়-আন্তর্জাতিক-পারিবারিক ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছেন। সম্প্রতি মোদি-মমতা সরকার নেতাজির ব্যাপারে পূর্বসুরীদের মতো সক্রিয় ষড়যন্ত্রের অংশীদার না হলেও স্বচ্ছতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। দিল্লির শাসকদল আজও ২৩ জানুয়ারির জাতীয় ছুটি দেবার মতো মনোবল দেখাতে পারেনি। রাজ্যে মমতা সরকার নেতাজির ব্যাপারে যথেষ্ট ভাল কাজ করবার চেষ্টা করলেও সম্ভবত দলেরই কোনও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। নইলে তারা কমপক্ষে ১২টি নেতাজি সম্পর্কিত ফাইল প্রকাশ করতে পারলেন না কেন? ২০১৬ সালে মাধ্যমিক ইতিহাসের নতুন সিলেবাসে বিস্ময়করভাবে আজাদ হিন্দ সরকার ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান মুছে দেওয়া হয়েছে। বামপন্থীদের ইতিহাস, আজাদ হিন্দের নারীবাহিনীর উল্লেখ থাকলেও আগামী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা নেতাজির গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবে। এ আমাদের জাতির লজ্জা। বাম আমলে প্রচেষ্টা হয়েছিল মাধ্যমিকের সিলেবাস থেকে নেতাজিকে মুছে দেওয়ার। বিদ্বজ্জন ও রাজনীতিকদের হস্তক্ষেপে সেই অপচেষ্টা রদ হয়। আজ মমতার সরকার নেতাজির প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করল তার জন্য দায়ী কে বা কারা এ প্রশ্ন আগামী দিনে উঠবেই। দক্ষিনেশ্বরের সেই পাগল ঠাকুরের বাণী এক্ষেত্রে উচ্চারণ করতে হয় সেইসব সবজান্তা ইতিহাসবিদদের প্রতি 'চৈতন্য হোক'। আর প্রভু যীশুর বাণী রইল তাদের জন্য 'এরা জানে না এরা কি করছে'। নেতাজির প্রতি এই উপেক্ষা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে বর্তমান প্রশাসকদের জন্য। রাজ্যের মুখ্য প্রশাসকের 'অজান্তেই' সম্ভবত এই কুকর্মটি বাংলার সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করল। ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে যেখানে জাতির নায়ককে অবজ্ঞা করার ফল 'পাটকেল' হয়ে ফিরে এসেছে সেইসব ক্ষমতাসীনের কাছে। মা-মাটি-মানুষের দলের জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার গভীর চক্রান্ত নয়তো?

অমৃত কথা

গঙ্গার জল গঙ্গার কাছে গিয়ে স্পর্শ করে বল, 'গঙ্গা দর্শন ও স্পর্শ করে এলুম। সব গঙ্গাটা –হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত স্পর্শ করতে হয় না।' যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ কর, তা হলে সাগর স্পর্শ করা হল। সেই রকম অবতারকে দেখলে ঈশ্বর দর্শন করা হয়।

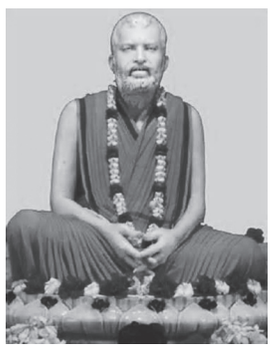

অগ্নির দাহিকাশক্তি সকল জায়গায় আছে, তবে কাঠেতে বেশি। ভগবান সকল জায়গায় আছেন, তাঁর শক্তি কোথাও বেশি, কোথাও কম প্রকাশ। অবতারের ভেতর তাঁর শক্তি বেশি প্রকাশ।

একজন একজনকে চিঠি লিখেছিল যে, পাঁচসের সন্দেশ ও একখানা কাপড় পাঠাবেন। সে চিঠি পড়ে পাঁচসের সন্দেশ ও একখানা কাপড় মনে করে রাখলে ও চিঠিখানা ফেলে দিলে, আর চিঠির দরকার নেই। শাস্ত্রাদি পাঠও সেইরকম।

শুদ্ধ তিনি আছেন বলে, বসে থাকলে কি হবে? হালদার পুরষ্করিণীতে বড় বড় মাছ আছে, কিন্তু পুষ্করিণীর পাড়ে বসে থাকলে কি মাছ পাবে? চার করে চার ফ্যালো, ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে ও জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে ও হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল, একবার হয়তো মাছটা ধপাৎ করে উঠল, তখন আরও আনন্দ হল।

এক কানা তপস্যা করে ভগবতীকে তুষ্ট করে। ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'বর নাও।' সে বলল, 'মা যদি বর দেবে, তবে এই বর দাও যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত দেখে খাই।' (অর্থাৎ একই বরেতে স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, ঐশ্বর্য্য, সোনার থালা, চোখ সবই হল। এরই নাম পাটোয়ারী বুদ্ধি)।

প্রেমোন্মাদ না হলে তিনি সমস্ত ভার নেন না। ছোট ছেলেকেই হাত ধরে খেতে বসিয়ে দেয়, বুড়োদের কে দেয়? তাঁর চিন্তা করতে করতে যখন নিজেকে ভুল হয়ে যায়, আর নিজের ভার নিজে নিতে পারে না, তখন ঈশ্বর তার সব ভার নেন।

নদীর গতি সাগরের দিকে, কিন্তু মানুষ খাল কেটে অন্য দিকে নিয়ে যায়। আত্মার গতি ভগবানের দিকে, কিন্তু জীব কাম-কাঞ্চনরূপ খাল কেটে তাকে অন্য দিকে নিয়ে যায়।

ফেসবুক বার্তা

প্রেমের কোরাস সঞ্চারিতকারী টরে-টক্কা যন্ত্রের ছবিও ধরা পড়েছে ফেসবুকের অলিন্দে।

ভগীরথের সাগর আজও জাতীয় তকমা পেল না

অশোককুমার মন্ডল: কেন রাজ্য সরকার ৬০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বহন করবে? কেন্দ্রীয় সরকার-এ মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করুক। তিরুপতি, কুম্ভমেলা তো জাতীয় মেলা। বিধানসভায় সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাজ্যস্বার্থে জরুরি। প্রয়োজনে জনস্বার্থ মামলা হোক। ভারতীয় চিরায়ত সংস্কৃতি স্বরূপ পুণ্য মিলন গঙ্গা। গঙ্গা আজ নিত্যতীর্থ— ''হরিদ্বারে প্রয়াগে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।'' প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্টের দিক থেকে সাগরমেলা ভারতের এক শীর্ষস্থানীয় তীর্থ হওয়া সত্ত্বেও মেলা, যাত্রী পরিষেবা এবং সাগর উন্নয়ন খাতে এক কানাকড়িও সাহায্য করে না কেন্দ্রীয় সরকার এবং অযোধ্যা ট্রাস্ট। বরং প্রণামী বাবদ গৃহীত লক্ষ লক্ষ টাকা, সোনা চাঁদি এবং অন্যান্য অর্ঘ বস্তাবন্দি হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খরচে চলে যায় অযোধ্যার হনুমান গড়ী মঠে। এই আয়ে কোনও অধিকার নেই রাজ্য সরকারের। আছে শুধু মেলা উপলক্ষে এক বিরাট ব্যয়ভার আর মাথা ব্যথা। ফলে তীর্থযাত্রীদের জন্য এখানে গড়ে ওঠেনি উন্নতমানের পরিষেবা। এসব নিয়ে স্থানীয় মানুষদের ক্ষোভ বহুদিনের। অযোধ্যা ট্রাস্টের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা করেও কোনও ফল হয়নি। কেননা, কপিলমুনি মন্দিরের মালিকানা হনুমান গড়ী মঠের রামানন্দপন্থীদের। কয়েক শতাব্দী আগে মন্দিরটি তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

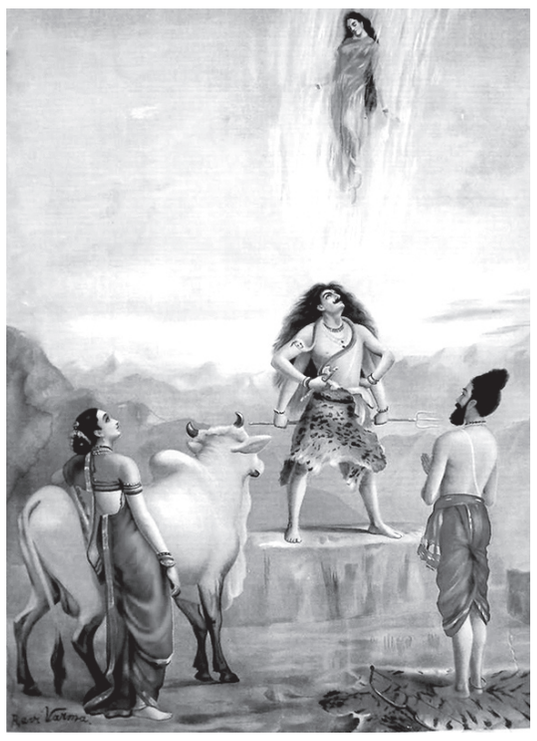

তবুও রাজ্যের চরম আর্থিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়েও মেলা কমিটি এবছর সাগরে পুণ্যস্নানের জন্য জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গঙ্গাসাগর মেলা এবছর ছন্দময় রূপসী তথা স্বপ্নের পরীর মতো সাজছে। এবার কুম্ভ মেলা নেই, তাই গঙ্গাসাগরে অন্যান্য বছরের তুলনায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাগম হবে বলে আশা করছে রাজ্য সরকার। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে। তীর্থযাত্রীদের থেকে তীর্থকর নেওয়া হবে না। সাগরমুখী প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর জন্য সরকার পাঁচ লক্ষ টাকার বিমা করে দিচ্ছে। এছাড়াও বেশি আলো, গাড়ি এবং লঞ্চের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলমত নির্বিশেষে সব মানুষেরই এই প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে কি এই ধরনের মেলা আয়োজনের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করা সম্ভব? অন্তত এই দুর্মূল্যের বাজারে। আর এই দাবি আবারও জোরালো হয়েছে। সাগর মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকেও প্রয়োজনীয় আর্থিক দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। এই দাবি নেহাতই কোনও সভা সংগঠনের বা ব্যক্তির নয়। এই দাবি রাজ্যবাসীর। আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রের মর্যাদা পেলেও কিন্তু পায়নি সাগর মেলা জাতীয় মেলার স্বীকৃতি। তাই সাগরদ্বীপ তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর দাবি ''গঙ্গাসাগর মেলা হোক জাতীয় মেলা।''

ভগীরথদের পদধূলিতে ধন্য বিগলিত সাগরদ্বীপ

ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মকর সংক্রান্তির দিন সাগরদ্বীপের কাছে নদীতে স্নান করেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রথা চলছে। চলবেও। শুধু মকর সংক্রান্তির দিন নয়, তার আগেও কয়েকদিন ধরে মানুষ স্নান করেন। এই ধর্মবিশ্বাস,স্নান, কপিলমুনির আশ্রমে পুজো এবং কয়েকলক্ষ মানুষের আসা যাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রায় ৪-৫ দিন ধরে সাগরে মেলা বসে বিস্তীর্ণ এলাকায়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ,ওড়িশা সহ অন্যান্য বহু রাজ্য থেকে আসা মানুষ কলকাতায় পৌঁছতে শুরু করেন জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই। সাগরদ্বীপের মেলা বসে ১০ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি। কেউ ব্রিটেন-কোরিয়া-ফ্রান্স, বাংলাদেশ দূর-বহুদূর থেকে অনেক পথ পেরিয়ে শেষে একটি নদী, কেউ বা আরও বেশি অজানা অদেখা নদী পার হয়ে এসে পৌঁছেছেন সাগরদ্বীপে। প্রাণভরা ভালোবাসা আর আজ ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ শ্রীপুণ্যময় পুন্যতোয়া সমুদ্রবেষ্টিত শুচিস্নান মহামুনি শ্রীকপিল-এর আবাসভূমি সাগরসঙ্গমে মকরসংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে অবগাহনের লক্ষ্যে, আত্মবিশ্বাস মোক্ষলাভ। ভারতীয় সনাতনী সংস্কৃতির অঙ্গ গঙ্গা প্রবহমানা পূত পবিত্র।

সারা ভারত আজ অস্থির যন্ত্রণায় কাতর। অনিশ্চয়তার বাতাবরণ। আপনারা পুণ্যার্থী, এসেছেন ভগীরথের মতো ঋষি কপিলের আশ্রমে। উর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ, বইছে হিমেল হাওয়া, জমাট কুয়াশা, অদূরে দিগন্ত জলরাশি অবারিত অট্টহাস্যে বিল্লোলিত। পশ্চিমে বইছে হুগলি নদী, উত্তরে ঘন জনবসতি, কুলুকুলু শব্দে বঙ্গোপসাগর আর পূর্বে ইছামতী, কালিন্দী সম্মুখে তার গহনতা। অজস্র নদীনালাবেষ্টিত প্রতিকূল পরিবেশ, বছর বছর স্বত্বে দুই লক্ষাধিক মানুষ জীবনযুদ্ধে বেঁচে আছি। সয়েছি প্লাবন, তবু ভীতি জাগে কল্পিত হয়ে উঠি প্রচণ্ড ঝড় বাদলে আকাশবাণীর সতর্ক সংবাদ। শুধু আনন্দে ভুলিয়ে দেয় জলধিস্নাত মহামিলন ক্ষেত্রে সংখ্যায় ঋষি কপিল। ইতিহাসরে কালচকের ভাঙাগড়ার সাক্ষী যাঁরা শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল পরিষ্কার করেছে আবাদভূমি বিশ্বকর্মার দল। একদল মানুষ অন্যায় করে, একজন মানুষ প্রতিবাদ প্রতিরোধের শান্তি মৈত্রী পড়ে তারাই তো সাগর সন্তান। যারা অহল্যাভূমিকে পরিণত করেছে শস্য শ্যামলে। শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে এ দ্বীপের অসংখ্য নিরন্ন পরিবারের আজ সোজা শিরদাঁড়া। ধর্মান্ধ নয়-ধার্মিক। তারা আজ সুন্দরবনের আত্মজ-অনুজ অতীত ও বর্তমান ভগীরথদের কঠোর সাধনার উত্তরাধিকার। মানববাসীরা যোগ্য অভিভাবকের নেতৃত্বে সংগ্রামী ঐতিহ্যকে পাথেয় করে শিক্ষায়-দীক্ষায়, চিন্তনে-মননে, আচারে-আচরণে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে। শহরের উচ্ছিষ্টও উদ্ধৃত্ত ভোজী নয়। স্বাবলম্বী উন্নয়নে নিরন্তর সঙ্গী। পরিশেষে সবিনয়ে তীর্থনীড়ে তীর্থযাত্রীদের জানাই ৭০ দশকের গোড়ায় এই মেলায় তীর্থযাত্রীরা জল চাই-পানি চাই কাঁহা আর্তনাদ করে দু টাকার দরে চা গেলাসে জলটুকু পায়নি। বড্ড দেরিতে একদা রাজ্যের প্রশাসন জল খাইয়েছিল। সেসব আজ অতীত ইতিহাস। সেই অদক্ষ পরিকল্পনাহীন ''সিদ্ধার্থ'' প্রশাসনটাকে বঙ্গের লক্ষ লক্ষ ঋষিপুত্র। গণদেবতার অভিশাপে অপসৃয়-হেনাদৃত। দুর্গম নয়। নিরাপদ সাগর বেলাভূমি মেলায় কয়েক লক্ষ তীর্থযাত্রীর মহামিলন ক্ষেত্র সুন্দর ও পুনমেয়। সজাগ দক্ষ প্রশাসন। ''চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে'' সে উক্তির সারবত্তা আজ রুদ্ধ। সাগরের স্মৃতি নিয়ে নিরুপদ্রবে তীর্থযাত্রীরা ফিরে যাবেন নিজের ঘরে।

মননে-আত্মায় সামিল করতে হবে ১২ জানুয়ারি

নির্মল গোস্বামী

একটা প্রশ্ন নিজেকেই নিজে করি। সেটা হল এই যে ১লা জানুয়ারি ঠাকুরের কল্পতরু উৎসব গেল। লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগম হল বিভিন্ন আশ্রমে মঠে মিশনে। তারা ধর্মালোচনা শুনল। প্রণামী দিল প্রসাদ পেল। ক্রমে ক্রমে অনুকূল চন্দ্রের উৎসব হচ্ছে প্রতিদিন। তাদের লক্ষ লক্ষ ভক্ত মন্ডলী আছে। আর আছে আমাদের আদি চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তমন্ডলী। পাড়ায় পাড়ায় প্রতিদিন মহোৎসব অনুষ্ঠান হয়। হরিনামের আসরে লীলা কীর্ত্তনের মাধ্যমে ধর্ম উপদেশ শোনে লক্ষ লক্ষ ভক্ত মণ্ডলী। আছে ইমফল, আছে গোস্বামী প্রভুর হাজার (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) হাজার শিষ্য প্রশিষ্য। এ ছাড়াও কত শাক্ত সাধক ও ভক্ত ছড়িয়ে আছে এই বাংলায়। আছে নিগমানন্দ সম্প্রদায়, আছে রাম ঠাকুরের সম্প্রদায় আরও কত। সারা ভারতের চিত্র, আরও সমৃদ্ধ হাজার হাজার সাধু সন্তদের আশ্রম। কোটি কোটি ভারতবাসী তাদের ভক্ত। টেলিভিশনের অমৃত বচন শুনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। ধর্ম তার প্রাণ। স্বামীজির কথায় ধর্ম মানুষকে দেবত্বে উত্তরণ ঘটায়। এই যে ব্যাপক ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে ভারতবাসীর জীবন চক্র নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার তো একটা সুফল মিলবে? সব ধর্মের মূল কথাই হল সৎ হও সত্যবাদী হও। ন্যায়ের পথে জীবন অতিবাহিত কর। তাহলে খুব সহজেই এই উপসংহারে পৌছানো যায় যে জাতি হিসাবে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় অধিক মাত্রায় সৎ-সত্যবাদী-ন্যায়পরায়ণ হবার কথা। দেবত্ব অর্জন ছেড়েই দিলাম। আটপৌঢ়ে একজন সৎ মানুষ তো হব। আর আমি সৎ তুমি সৎ, রাম সৎ, হরি সৎ এই ভাবে পরিমাণ গত পরিবর্তনের পথে গুণগত পরিবর্তিত হয়ে আমরা পৃথিবীর মধ্যে জাতি হিসাবে সৎ বলে গন্য হব। আমাদের গীতা উপনিষদ, বেদ, বাইবেল, ত্রিপিটক, কোরান, হাদিস সবের চর্চা আছে এই দেশে। আমাদের যত ধর্মগুরু সারা পৃথিবীতে অধ্যাত্মবাদের বাণী ছড়ায় তা আর কোনও দেশে নেই। এতো সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা ইউ-এন-ও এর কি প্রকাশিত রিপোর্টে দুর্নীতিপরায়ণ জাতি হিসাবে চিন্তিত। ভারতের স্থান তৃতীয়। আমাদের উপরে আফ্রিকার দুটো ছোট ছোট দেশ আছে তার পরেই আমাদের স্থান। এটা কি লজ্জার নয়? বুদ্ধের দেশ, চৈতন্যের দেশ, রামকৃতি এর দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ, গান্ধিজীর দেশ। ভগবান কৃষ্ণের লীলাভূমি এই আর্যাবর্ত। এখানেই উদ্গীত হয়েছে সামবেদের গান। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত হয়েছে ঋক বেদের মন্ত্র ৫৫৩০ বৎসর ধরে গীতার বাণী প্রতি নিয়তই চর্চিত হয়ে আসছে। এতো কিছু সত্ত্বেও কেন আমাদের সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে, প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এতো অনাচার এতো দুর্নীতি এতো মিথ্যাচার?

এই কেনর উত্তর নিজের মনে খুঁজতে খুঁজতে কতগুলো চিন্তা মাথায় এলো। হয় তো আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেকেরই মতের মিল হবেনা। তাদের কাছে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তাদের আমার লেখা পড়ে অমূল্য সময় নষ্ট হল বলে।

আমাদের বস্তু জগতে থিওরি আর প্র্যাকটিস বলে দুটো শব্দ আছে। থিওরি যদি ভুল হয় তাহলে তার প্র্যাকটিস অর্থাৎ অনুশীলন যতই হোক তা ফলদায়ক কার্যকরী হবে না। ধর্ম জগতে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহ যে ভুল নয় তার শ্রীমান আমাদের মহাপুরুষরা। এই ভারতে শত শত অবতার পুরুষ লক্ষ লক্ষ সাধু মহারাজগণ তাদের জীবনচর্চার মাধ্যমেই তো ধর্মের শিক্ষাদান করে গিয়েছেন। তাঁদের সারা জীবন চিত্রটাই থিওরি। ফলের ধর্মের তত্ত্বকথায় ভুল আছে একথা বলা বাতুলতা। আবার প্র্যাকটিস অর্থাৎ অনুশীলন যে হচ্ছে না তাও নয়। বর্তমান এক একটা মেলায় গেলেই (কুম্ভ, সাগর) বোঝা যায় ধর্মের অনুশীলন ঝোড়ো নয়— সাইক্লোনিক গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। তাহলে কেন আমরা জাতিগত ভাবে অধঃপতিত হচ্ছি?

আসলে ফ্যালাসিটা অনুশীলনে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সেই ফাঁকটা আমরা বুঝেও বুঝিনা বা বুঝতে চাইনা। একটু বিশদে বললে বোধ হয় সকলে বুঝতে পারবে। আমাদের দুটো জীবন আমার বাস্তবে অনুশীলনকারী এক হচ্ছি আমরা নেতা। আমার রাজনীতিতে খুন দাঙ্গা, মিথ্যাচার, তোলাবাজি থাকবে। এটার বাইরে বের হলে রাজনীতিতে টিঁকে থাকা যাবে না। আবার আমি রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য। সকালে ঠাকুরের ফটোতে মালা, ধূপ, দিই স্মরণ মনন করে তবে নিত্য দিনের কাজ শুরু করি। এই ইচ্ছে দিব্য সত্তা। রামকৃষ্ণদেব স্বামীজিকে সত্যিই অন্তর থেকে ভালবাসি আবার যে বিরোধী দলের কর্মীকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিল তাকেও বাঁচাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। রাজনীতিতে এইটুকু মেনে নিতে হয়। আমাদের সমাজে সব ক্ষেত্রে যে যেখানে আছে সেই সেখানে অন্যায়ের সাথে আপস করছে। একটাকে ভাবছে কর্মজীবন আর একটা ধর্মজীবন। সেখানে সমাজ, রাজনীতি আপস করছে। একটাকে ভাবছে কর্মজীবন আর একটা ধর্ম জীবন। সেখানে সমাজ, রাজনীতি অফিস আদালত নেই। আছে শুধু ঠাকুর আর সে। গুরুমন্ত্র জপ পূজা ধ্যান দান সবই চলছে। গুরুদের আমার সর্বপাপ হরণ করে অন্তিমে তাঁর পাদপদ্মে স্থান দেবনে।

কয়েক বছর আগে বাগনানে স্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে দু-তিন কিমি দূরে অবস্থিত এক বৈষ্ণব আশ্রমে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক স্ত্রী কন্যা নিয়ে সংসারি অথচ

আশ্রমবাসী হয়ে নিজে হাতে আশ্রম তৈরি করেছেন। ভক্তদের থাকার জন্য ছহাজার স্কোয়ার ফুটের ঘরে ছাদ ঢালাই করেছেন। একটা কৃষ্ণের একটা মন্দির হবে। বললেন ১ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এতো অর্থ কোথা থেকে আসছে? উত্তরে বলেন যে বড় ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার কোটি কালো টাকা ইনকাম করছে। তারা পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভগবান কৃষ্ণের নামে দান করছেন। এই ঘটনা এইজন্যই উল্লেখ করলাম যে শুধু ওই কালো টাকার ব্যবসায়ীরা নয় আমাদের অনেকেরই ধর্মচর্চার মূলসুরটা যেন ওইখানে বিধৃত। আমরা আমাদের সমাজজীবনে কর্মজীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে, যৌন জীবনে অন্যায়ের সাথে আপস করব। কিন্তু ধর্মজীবনের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি। সেটা বাহ্যিক আচার সার। তাই মননে প্রতিনিয়ত। আপস করি।

এই প্রসঙ্গে বলি, বিদ্যাসাগর মশাই জীবনে কোনও ধর্মাচরণ করেন নি। তিনি দীক্ষাও নেন নি। কিন্তু সত্যপরায়ণ দয়া-দান তাঁর জীবনে চর্চার অঙ্গ ছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন বৃন্দাবনে বাস করছেন। একদিন ভক্তদের বললেন ধ্যান নেত্রে দেখলাম স্বর্গ থেকে পুষ্প রথ এসে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই অবিশ্বাস করবেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে তারপর দিন খবরের কাগজে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।এই বাংলার আর এক প্রবাদ পুরুষ কে জানি যিনি ন্যায়, সত্যানিষ্ঠা ও কর্তব্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি জীবনে কারো কাছে হাত পাতেন নি। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও তিনি জীবনে চণ্ডীপাঠ করেনি। কারন হেদি হেদি, ধনং দেহি, যশ দেহি...। তিনি শরৎ পন্ডিত। দাদাঠাকুর নামে পরিচিত।

ধর্মের যদি দেওয়ার কিছু থাকে তাহলে তা সেধে এসেছিল এই দুই মানুষের কাছে। কারণ ঠাকুরের সেই কথা মন আর মুখ এক হতে হবে। আমরা জীবনে ভাবের ঘরে চুরি করি। প্রতিবাদ করলে জীবন যাবে। সত্য কথা বললে চাকরি চলে যাবে। তখন স্ত্রী ছেলেপুলে নিয়ে পথে বসতে হবে। নেতাদের কথাশুনে কাজ না করলে সুন্দরবনে স্থানান্তরিত করে দেবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা জানি তিনি কর্তা। আমি কেউ নই। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তবুও যখন সংসারের কথা এলো তিনির উপর বিশ্বাস রাখতে পারলাম না। আপস একেই বলে। আমাদের বোধের গোরাতেই গলদ থেকে গিয়েছে। সেটা হল যে ধর্মটা কিন্তু পর জগত বা মর জগতের জন্য নন। তা সম্পূর্ণ হই জগতের জন্য। আমরা ভাবি মরণের পরে যাতে আত্মার সদগতি হয় শুধুমাত্র তার জন্যই ধর্মের প্রয়োজন। এই যে গোড়ায় ভুল বুঝেছি তার থেকেই আমাদের অনেক রকম বিকার এসেছে। আমাদের অর্থাৎ সনাতন হিন্দু ধর্মের সার সত্য বিধৃত আছে যে দুটি গ্রন্থে তা হল গীতা আর চণ্ডী। এই গীতা আর চন্ডীর উদভব কি করে হল তা যদি খতিয়ে দেখি তা হলে দেফব সম্পূর্ণ জাগতিক প্রশ্ন ছিল অর্জুনের। যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় বন্ধুদের বধ করতে তিনি দ্বিধা করছিলেন। যুদ্ধ তিনি অন্তরের সায় পাচ্ছিলেন না। এই জাগতিক দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বললেন জগতের সার সত্য কথা— যা আধ্যাত্মিকতার চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। আবার রাজ্যহারা রাজা সুরথ আর ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত বণিক বৈশ্য দুজনেই জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে দেখা পেলেন মেধা ঋষির। তিনি তাঁদের এই জীবনের গূঢ় রহস্যের পর্দা উন্মোচন করলেন। তৈরি হল শক্তি সাধনার শ্রেষ্ঠ নির্দেশন শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থ। আধ্যাত্মিকতার উত্তরণ হল এই জীবনের সমস্যার সমাধান কল্পে। আমরা জানি অর্জুন, রাজা সুরথ ও বৈশ্য সকলেই আধ্যাত্মিকতার সোপান পেরিয়েই জীবনে জয়ী হলেন।

আর আমরা আধ্যাত্মিকতাকে এগিয়ে পাশ কাটিয়ে জীবনের ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলকে সমস্যার সমাধান করব কি করে? তাই তো আমরা নানা সমস্যার জটে আটকে যাচ্ছি।

আমরা জানি সত্য শিব সুন্দর। আমরা যদি জীবনে ব্রাত্যকেই শুধু মাত্র ধরে থাকি তাহলেই সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু আমরা ভাবি সত্য কথা বলবে সাধুরা যারা গেরুয়া পরে ঈশ্বরের খোঁজ করছে। গৃহীরা সব সময় সত্য কথা বলতে পারে না। এটা কলিযুগ নয়। এই ভাবে আমরা জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করছি প্রতি নিয়তই। তাই স্বামীজী বেদান্ত মন্থন করে সে অমৃতবাণী আমাদের জন্য রেখে গেলেন তা আমরা অতিমূল্যবান মনে করে ভল্টের সেফ ডিপোজিটে রেখে দিলাম। ১২ই জানুয়ারি সেগুলোকে বের করে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখব। প্রতিদিনের ব্যবহারে তাকে মলিন করে ফেলব এমন আহাম্মক কি আমরা?

শিবজ্ঞানে জীব সেবা। এ একটা কথার কথা। মহাপুরুষরা সাধারণ মানুষের জন্য অমন অনেক বাণীই দিয়ে যান। পথের ভিখারী একটা দীন দরিদ্র মানুষের সেবা করলেই আমার ঈশ্বর সেবা হবে। ঈশ্বর কি এতই সহজলোভ্য। কত কঠোর তপস্যা করতে হবে তাঁকে পেতে গেলে। তখনই সমাজ মনন ব্যক্তি মননে ইহ জীবন সার এই ধারণার জন্ম নিল, এই জীবন ভোগের উদয় বাসনা লালসায় আমরা মত্ত হলাম। আমরা তপোবনের ভারতের দিকে যদি দৃষ্টি ফেরাই দেখব সেখানে ইহজীবন আর অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যে কোনও ফাঁক নেই। গৃহী সংসারী অথচ ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষির পরিচয় আমরা পাই। সমাজে কোথাও এতোটুকু অন্যায় অসত্যে স্থান দিল না। এই জীবনেই সংসার প্রতিপালন নস্বর এই জীবনের মুক্তি। কবেই আমরা ধর্মচর্চার সুফলটা সমাজ জীবনে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে পাবো। পথ অনেক। ধর্মের নিদানও বৈচিত্রে ভরা। কিন্তু মূল সুরটি একই। আমরাই অমৃতের পুত্র। আমরাই পারি স্বর্গ রচনা করে আবার আমরাই পারি নরক গুলজার করতে। জীবের ধর্মজীবনের ধর্ম। এখানে স্বর্গপ্রাপ্তির ধর্ম মরণের পর সুখ ভোগ করার জন্য ধর্ম এরকম কিছু নেই। ধর্ম একটাই যা গতিময় জীবনকে ছন্দবদ্ধ করে আমাদের সন্ধানে অনন্ত যাত্রার আয়োজন পরিপূর্ণ করে— জানতে বা অজান্তে।

চুঁচুড়ায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের মতিবাগানের কাছে প্রিয়দর্শিনী কার্যালয়ের সদস্যদের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ২রা জানুয়ারি এই শিবিরে দলের বিভিন্ন এলাকার কর্মী এবং নেতারা রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করা হয় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে। এতে ১০২ জন পুরুষ ও মহিলা রক্তদান করেন। এর মধ্যে ৩৩ জন মহিলা রক্তদান করেন। ওই অনুষ্ঠানে ১০০ জন দুঃস্থদের শীতের কম্বল বিতরণ করা হয়। এরই পাশাপাশি দুপুরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রখ্যাত দূরদর্শন খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মোহনা গঙ্গোপাধ্যায়ের গান উপস্থিত সকল দর্শকদের মুগ্ধ করে দেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই ওয়ার্ডের নির্বাচিত পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক অসিত মজুমদার, হুগলি জেলা তৃণমূল (কং) সভাপতি তপন দাশগুপ্ত, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, আশিস রায় (লালু), সুভাষ বোস (সংগঠনের সভাপতি) দেবাশিস রায় (ভুলু) মানিক বাছার, অরূপ চৌধুরী প্রমুখ।

সাইকেল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার ক্যানিং–১ ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে সাইকেল তুলে দেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের

সহকারি সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, বিডিও বুদ্ধদেব দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার, বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আলিম নস্কর মিস্ত্রি প্রমুখ।

কাজের ও কাছের মানুষকে বিধানসভায় পেতে চাইছে বারাসতের ভোটাররা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

গত ২ জানুয়ারির 'আলিপুর বার্তা'য় বারাসত বিধানসভাকেন্দ্রিক নির্বাচনী প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল 'চিরঞ্জিতকে পিছনে ফেলেছেন সোহম' শীর্ষক প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের একেবারে শেষাংশে বলা হয়েছিল 'অভিনেতাদের প্রার্থী করার ক্ষেত্রে বারাসতবাসীর একটা অনীহা তৈরি হয়েছে। এলাকার মানুষ চাইছেন বারাসত বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে একজন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা তথা সংগঠককে।' বারাসতবাসীর সেই চাহিদার উপর ভিত্তি করেই তৃণমূলের যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম উঠে আসছে সংবাদের প্রেক্ষাপটে, তাদেরকে নিয়েই এই সংখ্যার প্রতিবেদন। চিরঞ্জিত, সোহমকে বাদ দিলে প্রথমেই সম্ভাব্য যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের নাম আসন্ন বারাসত বিধানসভা নির্বাচনে শোনা যাচ্ছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মুখে, তিনি হলেন বর্তমান হাবড়া বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এরপর যাদের নাম উঠে আসছে সম্ভাব্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার তালিকায়, তারা হলেন বারাসত পুরসভার উপ–পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় ও বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সদস্য তাপস দাশগুপ্ত। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সাংগঠনিক দক্ষতা শুধু হাবড়া বিধানসভা নয় সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলাতেই সুবিদিত। কারণ তিনি এই মুহূর্তে এই জেলার সাংগঠনিকভাবে সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। আর মন্ত্রিত্বের সুবাদে গোটা রাজ্যবাসীই করিৎকর্মা এই মানুষটি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

একাধিকবার জ্যোতিপ্রিয় বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। বামফ্রন্টের আমলে তিনি গাইঘাটা বিধানসভায় বিধায়ক হন। গত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর কেন্দ্র পরিবর্তিত হয় হাবড়ায়। সেখানেও তিনি জয়ী হন। এবারে বারাসতে তাঁর কেন্দ্র পরিবর্তনের কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বারাসতে তাঁর প্রার্থী হবার বিষয়ে রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞমহল যথেষ্ট সন্দিহান। কারণ বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মধ্যে একটা চাপা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে বলে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল সূত্রে জানা যায়। আর বারাসতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সুবাদে সাংসদের জমিটা অনেক শক্ত। ফলে এই কেন্দ্রে জ্যোতিপ্রিয় প্রার্থী হলে তাঁর নিশ্চিত জয় নিয়ে একটা সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পোড় খাওয়া এই রাজনীতিবিদ বারাসত বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কতটা উৎসাহী হবেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে রাজনৈতিক মহলের। তৃণমূলনেত্রী 'লবি বাজিকে' বন্ধ করার নির্দেশিকা যতই জারি করুন, তলে তলে তৃণমূল যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিভাজিত, একথা মানছেন সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহল। এছাড়াও জ্যোতিপ্রিয়র আরও একটি 'মাইনাস পয়েন্ট' আছে, তা হল, তিনি কার্যত বহিরাগত। তিনি স্থানীয় প্রার্থী নন। অন্যদিকে তাপস দাশগুপ্ত ও অশনি মুখোপাধ্যায় দুজনেই স্থানীয়। তাপসবাবু উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের এক অন্যতম নেতৃত্ব। আবার অশনিবাবুও বারাসত শহর তৃণমূল সংগঠনের এক পরিচিত মুখ। এছাড়া

তিনি কাকলি ঘোষ দস্তিদারের অত্যন্ত স্নেহভাজন।

এক্ষেত্রে তাপস ও অশনি দুজনেই স্থানীয় নেতৃত্ব হলেও তুলনামূলকভাবে অশনির দিকে সমর্থনের পাল্লা কিছুটা ভারি। তবে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের একটা বড় অংশ জেলা সংগঠনের প্রধান নেতৃত্ব হিসেবে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে প্রার্থী করতে আগ্রহী বলে দলীয় একটি সূত্র জানিয়েছে। কারণ কাজপাগল মানুষ হিসেবে জ্যোতিপ্রিয়র যথেষ্ট সুনাম আছে। জেলা তৃণমূলকে শক্তিশালী করতে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একের পর এক লালদুর্গ ভেঙে তিনি গোটা জেলায় সবুজের বিস্তার ঘটানোয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করেছেন। বাম আমলে সিপিএমের

হাতে তাঁকে দিনের পর দিন হেনস্থা হতে হয়েছিল। তবে নানান প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে তিনি লালদুর্গ বলে চিহ্নিত এই জেলাকে তৃণমূল দুর্গে পরিণত করেছেন। তাঁর ভাবমূর্তিও স্বচ্ছ হিসেবে পরিচিত। মানুষের সঙ্গে তিনি বন্ধুসুলভভাবে মিশতে পারেন বলেও জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর।

তবে এক্ষেত্রে সাংসদের সঙ্গে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে তিনি অতিক্রম করতে সফল হবেন কিনা এনিয়ে তৃণমূলেরই অন্দরে সংশয় আছে। কারণ চিরঞ্জিত চক্রবর্তী বারাসতের বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও বারাসতে উন্নয়নের রূপকার হিসেবে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের কথাই উল্লেখ করেন বারাসতবাসীর একটা বড় অংশই। পরিস্থিতি এমন হলে, তাপস দাশগুপ্ত ও অশনি মুখোপাধ্যায়ের কেউ মনোনয়ন পেতে পারেন মনে করছে একটি অংশ। কিন্তু এখানেও এই দুই নেতার মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের একটা প্রচ্ছন্ন খেলা আছে বলে অনেকের মন্তব্য। সেক্ষেত্রে নেপথ্য নায়ক হিসেবে উঠে আসতে পারে বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান তথা বারাসত তৃণমূল শহর সভাপতি সুনীল মুখোপাধ্যায়ের নাম। সুনীলবাবু নিপাট ভদ্রমানুষ হিসেবে মানুষের কাছে পরিচিত। এছাড়াও তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এবং সাংসদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। পাশাপাশি অনেকটা সহজ–সরল মানুষ হিসেবে পরিচিতিও আছে তাঁর। বিধায়কপদের দাবিদারের দৌড়ে তাঁর নামও উঠে আসছে প্রতিযোগিতার তালিকায়, বলে তথ্যাভিজ্ঞমহলের অভিমত। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি তৃণমূলে আছেন। পরপর কয়েকটি পর্ব তিনি বারাসত পুর নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসছেন। এলাকায় জন সমর্থনও আছে তাঁর। ফলে বিধায়কপদের দৌড়ে শেষ বাজিটা সুশীলবাবু মাত করলে অবাক হবার কিছু থাকবে না, বলেও সংশ্লিষ্ট মহলের ব্যাখ্যা। তবে যে যাই বলুক না কেন, শেষ পর্যন্ত শিকেটা যে কার ভাগ্যে ছিঁড়বে, তা একমাত্র তৃণমূলনেত্রীর উপরই নির্ভরশীল বলে দলীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের অবদান

প্রথম পাতার পর

১৮৯৪–এর জমি আইনের পরিবর্তন হয় নি। ২০১৩ সালে জমি আইন সংসদে পেশ করা হয়েছে। তবে জমির ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প–কৃষির জন্য জমির সীমারেখা নির্ধারণ হয়নি। সবুজ বিপ্লব পাঞ্জাব–হরিয়ানা মহারাষ্ট্র–উত্তরপ্রদেশ সহ উত্তর পশ্চিমভারতে সংগঠিত হলেও সারা ভারতে সবুজ বিপ্লব হয় নি। কৃষিপণ্যকে বাণিজ্যিককরণের স্বার্থে পুঁজি প্রযুক্তি–জৈবজীব কীটনাশকের দ্বারা দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের ধারণা প্রচার করা হচ্ছে। অথচ ভারতের যত দেশে প্রতি ঘন্টায় ২০ জন কৃষক আত্মহত্যা করে। এটাই কি 'লাঙ্গলের ফলার' বিপ্লব! ভারতে প্রান্তিক কৃষক শ্রমিকের অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভয়ংকর পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন, ''স্বামীজি একদিন বললেন, শ্রমিক সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর আলোড়নের মধ্য দিয়ে তা সংগঠিত হবে।

অনস্বীকার্য, ভারতে শিল্প প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। দেশে শিল্প প্রযুক্তি থেকে ২০ কোটি বিলিয়ন অর্থ ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আয় হয়েছে। মধ্যবিত্তের কর্মসংস্থান হয়েছে। দেশের নতুন এলিট শ্রেণির আর্বিভাব ঘটেছে। তারা মানসিক চাপ কমানোর জন্য ধ্যান প্রাণায়াম করে। ভারতীয় অর্থনীতির এই ক্ষেত্রটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র। তথ্য প্রযুক্তিতে চাকুরি আশায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ টাকা অর্থ খরচ করে বিটেক ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কিন্তু বেকারত্বের জ্বালা। কয়েক লক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বেকার। দেশের অর্থব্যবস্থায় এই হাহাকারের জন্য দায়ি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। বাস্তব প্রয়োজনের সাথে শিক্ষার সাযুয্যতা রক্ষা পাওয়া। মুদালিয়র কমিশন, রাধাকৃষ্ণের কমিশন, কোটারি কমিশন, মডেল স্কুল গড়ে তোলা একাধিক প্রকল্প রিপোর্ট বিপুল অর্থ খরচ করে নথিভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু উড কমিশন, মেকলে মিনিউটস ইংরাজ আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্ভব হয় নি। আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি ডিগ্রি লাভ করছি নোটের আবোল তাবোল লিখে। কিন্তু অন্নের যোগাড় করতে অক্ষম। স্বামী বিবেকানন্দ জাতির উন্নতির জন্য গণশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। শিক্ষা ধর্মতত্ত্ব নির্ভর অপেক্ষায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ দর্শন ভাবনা যা মানুষের দুমুঠো অন্নের সংস্থান এবং নৈতিক চরিত্র সাংস্কৃতিক জীবনকে গড়ে তুলবে। বিজ্ঞান কারিগরি জ্ঞান ও মানবিক বিদ্যা দুয়ের সমন্বয় জনসাধারণ যাতে তাদের চারপাশে মুক্ত জগৎকে দেখতে পারে সংকীর্ণ জীবনের খোলস ভেদ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী খোল–নলচে বদল আজও সম্ভবপর হয় নি। সাক্ষরতা মিশন গড়ে উঠেছে অঙ্গনওয়ারি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে কিন্তু প্রাথমিক স্তর থেকে ড্রপ আউট শূন্য হয় নি। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন উপনিষদের শান্তি মন্ত্রের ভাবনায় ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব দূর করে বন্ধুত্বের আবর্তে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ছাত্রর শিক্ষার অবগাহন করবে। এই উদারতা প্রাইভেট টিউশন ধর্মী শিক্ষাব্যবস্থায় মিথ বা অতিকথন। অমর্ত্য সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রতীচী ট্রাস্ট অনুসন্ধান করে দেখিয়েছে গড়ে ২৫ জন ছাত্রর মধ্যে ২০ জন প্রাথমিক উত্তীর্ণ ছাত্র প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে। শিক্ষক স্কুলে পড়ানোর চেয়ে তার টোলে মোটা দক্ষিণা নিয়ে পড়াতে ভালোবাসে। তাহলে মানুষ–জাতি–সমাজ–দেশ গঠনের স্বামীজি স্বপ্নের সার্থকতা কোথায়?

১৯০০ সালে ইংল্যান্ডের সহস্রদ্বীপাদ্যানে ধ্যানস্থ অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দর ভবিষ্যৎ বাণী শীঘ্রই ইউরোপ জুড়ে এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংগঠিত হবে।' প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। দুটি বিদ্রোহ হবে রাশিয়া এবং চিনে। বলপ্রয়োগের ধারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৭১–য় সোভিয়েতে নভেম্বর বিপ্লব, ১৯৪৯–এ চিনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে। রাশিয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পিঞ্জরে বন্দি রাখায় একনায়কত্বের স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট পার্টির নাচন ৭০ বছরের বেশি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। আধুনিক রুশ ফেডারেশন ব্যক্তি স্বাধীনতা ধর্ম নৈতিকতা শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। চিনে ১৯৬৬ সালে মাও সে তুঙ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভুলভুলাইয়ায় নিজের যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর এই বিপ্লবকে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাসনে পাঠায়। চিনা পুঁজি নির্ভর অর্থনীতিকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতিতে মন্দা দশা দেখা দিয়েছে। চিনের সমাজতন্ত্র অন্তর্জাল যাত্রায়। স্বামীজির শেষ ভবিষ্যৎ বাণী ছিল, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। ভারত হয়ে উঠবে সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। ভোগবাদী সমাজের কাছে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবনা চিন্তা আত্মিক মুক্তির পথ দেখাবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত চতুর্থ স্থানাধিকারী। বহির্বিশ্বের ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবন ভোগবাদের হতাশা থেকে মুক্তি অক্সিজেন দিয়ে চলেছে। আমাদের নৈতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে নি। দেশে প্রতি মিনিটে ১০টি করে কন্যাভ্রূণ হত্যা হয়। জাতপাত উপজাতি নিগ্রহ বৈষম্য কমে নি। এখনো উচ্চজাতের ছায়া মাড়ানো পাপ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন লাগিয়ে ধর্মগুরুরা মজা দেখে। মানবতা পুড়ে মরুক!

স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীতে ধ্যানস্থ। ঈশ্বর চিন্তায় নয়। ধ্যান–নিপীড়িত বুভুক্ষু মানুষের কল্যাণ। তাঁর দুই চোখের কোণ দিয়ে অশ্রুধারা। এই অশ্রুধারা নমো নারায়ণের।

গোবরডাঙা বইমেলায় বিক্রি সাড়ে চার লাখ

অরিন্দম রায় চৌধুরী : গত বছরের মতো এ বছরও গোবরডাঙা বইমেলায় সাড়ে চার লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে জানালেন সম্পাদক প্রবীর বিশ্বাস। গত ২৫ ডিসেম্বর উদ্বোধন করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক গৌরীশংকর দে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে। বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন যে বাড়িতে বই নেই, সে বাড়িতে জানালাও নেই। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এপিজে আব্দুল কালাম নামাঙ্কিত মঞ্চের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন গোবরডাঙার পুরপ্রধান ও সভাপতি সুভাষ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন ঝুমুর গবেষক ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত আকাশবাণীর নাট্য বিকাশের প্রধান আশিস গিরি সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। ওই দিন কবি বীণা বালার কাব্যগ্রন্থ 'সূর্যমুখী' উদ্বোধন করেন গৌরী বাবু এবং ড. শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসিক বিবেকানন্দ' গ্রন্থটি উদ্বোধন করেন অধ্যাপক উমেশচন্দ্র অধিকারী। ছিলেন অধ্যাপক মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

৮দিন ব্যাপী উক্ত বইমেলায় যুব দিবস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, নারী, স্বাস্থ্য, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার, ক্রীড়া ও সংহতি দিবস পালিত হয়। সাহিত্য দিবসে সভাপতি ছিলেন কবি বিপ্লব চন্দ। এছাড়া অতিথিরা হলেন ড. সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, আশিস গিরি, আনন্দবাজারের সাংবাদিক ও কবি কৌশিক ঘোষ, সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস প্রমুখ। গল্পপাঠে প্রবীর হালদার, রামমোহন দত্ত, পঙ্কজ অধিকারী, অর্চনা দে বিশ্বাস, গোপাল পাত্র ও সামিরুল হক অংশ নেন। প্রায় ৮০ জন কবির কবিতাপাঠ ছিল আকর্ষণীয়। সঞ্চালনায় সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য দিনের সঞ্চালক ছিলেন পরিবেশবিদ দীপকুমার দাঁ, সমীর কিশোর নন্দী, বিপুলকুমার রায় প্রমুখ। ক্যুইজ, নৃত্য, অঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতা। এবছর ৪৩টা স্টলের উপস্থিতিও ছিল লক্ষ্যনীয়।

বারাসত বিধানসভা নির্বাচনে ছান্দিক–প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের সবকটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের ঘর গোছাতে শুরু করেছে। এরই পাশাপাশি এই উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সহ বারাসত শহরাঞ্চল। বারাসতের উন্নয়নের প্রধান কারিগর হিসেবে সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষদস্তিদারের কথা উল্লেখ করেছেন জেলা তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্ব। তারা জানিয়েছেন তিনি সাংসদ কোটার টাকায় এই লোকসভা কেন্দ্রে যে উন্নয়ন ঘটিয়েছেন তা নজিরবিহীন। সাংসদ তহবিলের পাশাপাশি উন্নয়নে সামিল হয়েছে বিধায়ক তহবিলের টাকাও। একই সঙ্গে বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়ের উন্নয়নমুখী কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা–কর্মীরা। আসন্ন বারাসত বিধানসভা নির্বাচনে বারাসতের উন্নয়নকে সামনে রেখে প্রচারে নামছে তৃণমূল বলে জানালেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও তৃণমূল কংগ্রেসকর্মী কৌশিক মজুমদার। কৌশিকবাবু নিজেও বিভিন্ন ছড়ায়–ছন্দে উন্নয়নের প্রচার করে চলেছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে কৌশিকবাবু বলেন, '২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে, বারাসতের উন্নয়নের কাছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এলাকার সমস্ত নেতা–কর্মীরা।'

Name Change

I am Declaring that my correct name is ZAFFAR JISHAN which should be written and recorded wherever and whenever necessary. I am residing at North Goalapara road, P.O. Angus, P.S. Bhadreswar, Pin – 712221, Dt. Hooghly.

প্রসেস–সার্ভার সমিতির রাজ্য সম্মেলন

বিবেকানন্দ মিত্র, বাঁকুড়া : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারি প্রসেস–সার্ভার সমিতির ৫৯তম রাজ্য সম্মেলন সদ্য শেষ হল বাঁকুড়া জেলা জজ আদালতের সগনেশ চন্দ্র চন্দ নগরের সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ দাস মঞ্চে। পতাকা উত্তোলন ও শোক প্রস্তাব শেষে সম্মেলনের সূচনা হয়। নতুন কমিটি গঠনের জন্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশ টান টান উত্তেজনা ছিল। অবশেষে রাজ্য সভাপতি হিসাবে তপন কুমার ব্রহ্মচারী ও সম্পাদক প্রণব কুমার ভান্ডারী নির্বাচিত হন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিজন মাধব ঘোষ এ সম্মেলনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদেরও আহ্বান জানিয়ে এক নজির সৃষ্টি করেছেন বলে বহু কর্মচারি মত প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ, ফলতা
গ্রাম + পোঃ–সহরারহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিনঃ ৭৪৩৫০৪
দূরভাস ঃ ০৩১৭৪–২২৫৫২৫

বিজ্ঞপ্তি নং –০৯/আই.সি.ডি.এস/এফ এল টি তাং–০৭/০১/২০১৬

এতদ্বারা শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, ফলতা, সহরার হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পক্ষ থেকে 'খাদ্য সামগ্রী মজুতকরণ, সংরক্ষণ ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাদ্য সামগ্রী পরিবহন করার জন্য ইচ্ছুক উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি প্রভৃতির নিকট হইতে মুখবন্ধ দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আবেদনপত্র ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে ১৮/০১/২০১৬ হইতে ০৮/০২/২০১৬ পর্যন্ত সরকারি কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ১৮/০১/২০১৬ হইতে ০৮/০২/২০১৬ পর্যন্ত সরকারি কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাইবে।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, ফলতা
সহরার হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

11/ICDS/FLT/07/01/2016

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বজবজ–১ আইসিডিএস প্রকল্প
পুজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

মেমো নং – 352/আই.সি.ডি/বিবি–১ তারিখ–4.1.2016

বজবজ–১ সু–সংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের খাদ্যদ্রব্য পরিবহন ও মজুতের জন্য আগ্রহী ঠিকাদারগণের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। কমপক্ষে 1200 Qtt. খাদ্য সামগ্রী মজুত ও পরিবহনের জন্য 1500 sqft আয়তনের গোডাউন ভাড়া নেওয়া হবে। আগামী 8.1.2016 তারিখ থেকে IT.ST. PT Clearance Certificate দেখিয়ে ও গোডাউনের মালিকানা ও Tax clearance Certificate দেখিয়ে 28.1.2016 তারিখ পর্যন্ত 12–00টা. থেকে 4.00 পর্য্যন্ত অফিস থেকে কাজের দিনের দরপত্র পাওয়া যাবে। 29.1.2016 তারিখে 11–00 টা থেকে 2–00 পর্য্যন্ত মহকুমা শাসক, আলিপুর সদর, অফিসে দরপত্র জমা হবে ও একই স্থানে 3–00 টায় দরপত্র খোলা হবে।

স্বা/–
শিল্প বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
বজবজ–১ আই.সি.ডি.এস
প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পুজালি। বজবজ
তারিখ–4–1–16

২১/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা /০৬/০১/২০১৬

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

গঙ্গাসাগর মেলাকে ঐতিহাসিক রূপ দিতে বদ্ধপরিকর গ্রাম পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : এ বছরের গঙ্গাসাগর মেলাতে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে। গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত ২০১৬ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে ''নির্মল গঙ্গাসাগর মেলার'' রূপ দিতে চলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনের নির্দেশ অনুসারে সাগর ব্লককে নির্মল ব্লক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সেই কারণে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত ও নির্মল গ্রাম। গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে চিহ্নিত হতে চলেছে বলে, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সংবাদ প্রতিবেদককে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান।

তাই ১ জানুয়ারি থেকে জেলায় পর্যবেক্ষকের একটি দল মেলা প্রাঙ্গণ পর্যবেক্ষণ করবেন। ২০১৬-র গঙ্গাসাগর মেলাকে নির্মল মেলা হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে, পঞ্চায়েত প্রধান হরিপদ মণ্ডল বলেন। এই পরিকল্পনায় ৫৩২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমস্ত সমস্যার সমাধানের কাজ করবেন। এই সদস্যরা মেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। আশাকর্মী, অঙ্গওয়ারি কর্মী, স্বাস্থ্য কর্মীরা সাফাই এর কাজ করবেন। তাদেরকে নিয়ে একটি নজরদারি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সদস্যাদের ২২টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জোনে ২২জন সদস্য থাকবেন। মেলায় পলিথিন কাগজগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে গর্ত কেটে মাটি চাপা দেওয়া হবে। আর হোটেলের আবর্জনা, বর্জ্য পদার্থ নিয়ে এক জায়গায় জোর করে গর্তের মধ্যে রাখা হবে। তারপর সেগুলির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জৈবসার হিসেবে প্রস্তুত করা হবে বলে গ্রাম প্রধান হরিপদ মণ্ডল জানান। এছাড়াও যদি কোন পুর্ণার্থী যত্র-তত্র মলমূত্র ত্যাগ করে, সঙ্গে সঙ্গে সাফাই কর্মীরা মাটি চাপা দেবেন এবং ওই সমস্ত স্থানে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হবে। রীতিমতো উৎসবের মেজাজে গঙ্গাসাগর মেলাকে একটি ঐতিহাসিক মেলার রূপ দেওয়ার কাজ চলছে বলে, গঙ্গাসাগর গ্রামে পঞ্চায়েতের প্রধান হরিপদ মণ্ডল জানান।

উল্লেখ চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত কপিলমুনির লীলাক্ষেত্র প্রায় ২৫০ বছরের এই প্রাচীন সভ্যতা গঙ্গাসাগর মেলার এবং বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই দ্বীপের প্রবেশদ্বার কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর মেলা পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার বিস্তৃত । দ্বীপে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। মৌজার সংখ্যা ৪২। জনসংখ্যা আড়াই লক্ষের মতো। শিক্ষার হার ৯৭%।

প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই দ্বীপে প্রায় সাতবার জনবসতি ছিল। সেই জনপদ সমুদ্রের জলোচ্ছাসে ইতিপূর্বে নিমজ্জিত হয়েছে। কপিলমুনি মন্দিরটি ইতিপূর্বে ছয়বার স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সুদৃশ্য কপিলমুনি মন্দিরটি সপ্তম মন্দির হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষের মানুষের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমান বছরের মেলাকে কেন্দ্র করে কপিলমুনি মন্দিরটি নয়নাভিরাম, দৃষ্টিনন্দন সহ স্বপ্নের পরীর মতো সাজাতে চলেছে। এদিকে কপিলমুনি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তথা রাষ্ট্রীয় অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ উত্তর প্রদেশের হনুমানী গড়ীর অধ্যক্ষ শ্রীজ্ঞান দাস মহন্ত মন্দিরটিকে সম্পূর্ণরূপে পুনরায় সংস্কার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নিকট মন্দিরপ্রাঙ্গণে সাগরদ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি বৃহৎ আকারের সেতু নির্মাণের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য জোরালো দাবি জানান।

এবছর মেলার পরিচালনার জন্য খরচ হবে প্রায় ৫৫ কোটি টাকার মতো বলেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়। মেলাটিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলয়ে মুড়ে ফেলা হবে। এখন থেকে প্রত্যেক দিন প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার মতো তীর্থ যাত্রী মন্দির প্রাঙ্গণে আসছেন। মেলা চলবে ১২ই জানুয়ারি থেকে ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত।

এদিকে গঙ্গাসাগর মেলাটিকে জাতীয় মেলা হিসাবে স্বীকৃতিলাভের জন্য সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং সুন্দরবন উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা সুন্দরবন বাদাবন এলাকার ভূমিপুত্র হিসাবে জোরালো দাবি তুলেছেন। উভয়েই বলেন যে, এবছর মেলাটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলবার জন্য বর্তমান সরকার বিশেষভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

পরিচ্ছন্নতার জন্য তৈরি হলুদ রঙের ড্রাম

শৌচাগার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সমুদ্রের ধারে

ধুলো এবং জীবাণু ধ্বংস করতে দেওয়া হচ্ছে বায়োলেয়ার

গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন গঙ্গাসাগর চ্যালেঞ্জ তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা

প্রথম পাতার পর

১০০ জন লোকশিল্পী নির্মল বাংলা প্রকল্পের রূপায়ণের লক্ষে সচেতনতা মূলক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। সাগর মেলা প্রাঙ্গনে ৫টি অস্থায়ী হাসপাতাল করা হচ্ছে। রুদ্রনগর হাসপাতালে ৫০ ইউনিট বিভিন্ন গ্রুপের রক্ত থাকবে। মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমার ব্যবস্থা থাকছে। পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী বলেন, দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। ১৪০টি সিসিটিভিতে গোটা মেলায় নজরদারি করা হবে। উপকূলরক্ষীবাহিনী নদী পথে নজরদারি করবে। হোভারক্র্যাফটের ব্যবস্থা থাকছে। রুদ্রনগরে একটি হেলিকপ্টার রাখা থাকবে। প্রচুর পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবল থাকবে মেলা প্রাঙ্গন জুড়ে। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত থাকবে। জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবার পর প্রতিবছরই গঙ্গাসাগর মেলায় কিছু না কিছু নতুনত্ব থাকছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রর কাছে দাবি করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে আর্থিক সহায়তা পেলে আরও সুন্দর হবে মেলা। এবার সাগর মেলার বাজেট প্রায় ৬০ কোটি টাকা।

৭ ডিসেম্বর মেলা প্রাঙ্গনে দেখা গেল প্রচুর সাফাই কর্মী ও ময়লা ফেলার অগুনতি ড্রাম। ছেয়ে গিয়েছে মেলাকে নির্মল রাখার আবেদনের পোস্টারেও। ব্যবস্থা হয়েছে ফ্রি টয়লেট জোনের। বোঝা গেল জেলা প্রশাসন এবার স্বচ্ছতার দৃষ্টিতে গঙ্গাসাগর মেলাকে পাখির চোখ করেছে। এর মধ্যে মেলা প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় সাগর ব্লককে নির্মল ব্লক হিসাবে ঘোষণা করে দেন। ফলে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা আরও বেড়েছে। উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বর্তমানে জেলাশাসক স্বচ্ছতার জন্য পুরস্কৃত। নদিয়াকে তিনি ইতিমধ্যে স্বচ্ছ জেলার তকমা পাইয়ে দিয়েছেন। এই জেলাতেও তারই প্রভাব এখন সর্বত্র। তবে প্রশাসনের এত তৎপরতা সত্ত্বেও স্বচ্ছ মেলার বার্তা সবার কাছে পৌঁছেছে এমন কিন্তু নয়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল বড় তীর্থযাত্রী অবাধে প্লাস্টিকের সরঞ্জাম ব্যবহার করছেন। বাদ যাচ্ছে না প্লাস্টিকের প্যাকেটও। এমনকি যে সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা আশ্রম তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য প্রস্তুত তাদের সরঞ্জামের তালিকাতেও রয়েছে প্লাস্টিকের গ্লাস ও চায়ের কাপ। ফলে এবারেও মেলা পুরোপুরি প্লাস্টিকমুক্ত হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। যেমনভাবে প্রশাসনের কড়া মনোভাবের অভাবে আইনেই থেকে গিয়েছে সমুদ্রতট বা পাহাড় চূড়ায় প্লাস্টিক নিষিদ্ধ সবার নির্দেশ।

স্বচ্ছতার আয়োজনের পাশাপাশি নিরাপত্তাও এবার প্রশাসনের চ্যালেঞ্জ। মেলা প্রাঙ্গনে ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। কপিল মুনির কাছে পরিষেবাকেও নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়া আনতে চাইছে প্রশাসন। চালু হচ্ছে গঙ্গাসাগর অ্যাপস যার মাধ্যমে তীর্থযাত্রীরা প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবেন। এছাড়াও প্রতিবছরের মতো এবারেও ইনফরমেশন টাওয়ার থেকে নানা তথ্যের ঘোষণা থাকছে। তবে তীর্থযাত্রীরা কতজন অ্যানড্রয়েড ফোন ব্যবহার করবেন তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকছে। প্রতিবারে তীর্থযাত্রীদের ধন্দ তৈরি হয় স্নানের মাহেন্দ্রক্ষণের দিনক্ষণ নিয়ে। দাবি উঠেছিল জেটি ঘাটের কাছে ও অন্যত্র সময়সূচি লাগানোর। এবারে তা চালু করা গেল কিনা তা অবশ্য জানা গেল না। এছাড়াও রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর মেলার প্রাঙ্গনের পরিকাঠামোয় বিপুল উন্নতি হয়েছে তৈরি হয়েছে স্থায়ী যাত্রী কোড, ফুড প্লাজা ইত্যাদি। যাইহোক সবমিলিয়ে এবারের গঙ্গাসাগর মেলা যে কিছু অভিনবত্বের ছোঁয়া দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

গঙ্গাসাগরে হ্যাম ব্রিগেড ...

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত নেপাল থেকে বন্যাকবলিত চেন্নাই সর্বত্র ছুটে গিয়েছেন রাজ্যের অ্যামেচার হ্যাম রেডিও সংগঠন। এবারের গঙ্গাসাগর মেলার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুগম করতে হ্যাম রেডিওর সদস্যরা হাজির থাকবেন মেলার প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে। নিঃসন্দেহে এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় এ এক অভিনব সংযোজন।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা সাধুদের মধ্যে এবারের আকর্ষণ ১ ফুটের সাধু (ডানদিকে)। ছবিগুলি তুলেছেন প্রিয়ম গুহ ও উৎপল রায়

ঐতিহ্যের প্রতিমূর্তি 'কীর্তনীয়া গ্রাম' দক্ষিণখন্ড

দীপককুমার বড় পণ্ডা

মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার দক্ষিণখন্ড 'কীর্তনীয়া গ্রাম' নামে পরিচিত। আগে এখানে বেশ কয়েকজন নামী কীর্তনীয়া ছিলেন বলেই গ্রামের এই নাম । বর্তমানে প্রাচীন কীর্তনীয়ারা আর বেঁচে নেই। 'এ যুগের ছেলে মেয়েদের কীর্তনের বিষয়ে তেমন আর আগ্রহ নেই। তারা এখন টিভি দেখাতে মশগুল। টিভি দেখে মেয়েরা এখন নাচ শিখছে। পাড়ায় পাড়ায় এই মেয়েরা অনুষ্ঠানে ক্যাসেট চালিয়ে নাচে।' বিরক্তিতে মুখ বেঁকান বৃদ্ধ অধীরণ।

অধীরণ পটুয়ার (৬৪) মনে পড়ে ছোট বেলার সেইসব গৌরবময় স্মৃতি। রসিক দাস, রাধাশ্যাম দাস, যশোদামোহন দাস, রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, যামিনীকান্ত মুখার্জি, রামলোচন ঠাকুর, হরিচরণ দাস প্রমুখ প্রাচীন কীর্তনীয়ারা যখন কীর্তন গাইতেন তখন সারা দিন রাত মানুষ কীর্তনে বিভোর হয়ে থাকত। এঁরা মারা যাওয়ার পর নতুন প্রজন্ম এঁদের ঐতিহ্যের কোনো খবরই রাখেনি। হরিচরণ দাস বাগ্দী সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। 'কীর্তনের ধারাতেই হয়তো এই গ্রাম এখনো যাত্রা, নাটক, গান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য গ্রাম থেকে এগিয়ে আছে।' বলছিলেন অমিতাভ পটুয়া (২৮)। এখানকার সমাজকর্মী সুরজ দত্ত একটি তথ্য জানিয়েছেন। এই গ্রামে নাকি একজনের বাড়িতে কিছু তালপাতার পুঁথি ছিল, সেই পুঁথিতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কথোপকথন লেখা আছে। ইতিহাসের ছাত্র অমিতাভ পটুয়া এই মত সমর্থন করেছেন। এর সত্যতা গবেষণার বিষয়।

গ্রামের ঐতিহ্য আরো আছে। 'গ্রামে আরএসপি, বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল প্রভৃতি সব রাজনৈতিক দলের সংগঠন আছে। কিন্তু বিপদের সময় সবাই এক হয়ে যায়। নোংরা দলাদলি এখানে হয় না।' এই দাবি এখানকার গ্রামবাসীদের। বর্ধমান মুর্শিদাবাদ লাগোয়া ভরতপুর-২ নম্বর ব্লকের সালার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দক্ষিণখন্ড গ্রামে জনসংখ্যা ৩৯৬৭। মোট পরিবার ৮৩৫টি। এর মধ্যে তপশিলি জাতির মানুষ ১১৩১ জন। আদিবাসীর সংখ্যা ১৩৪। মূলত বায়েন, বাগ্দী, হাড়ী, আদিবাসী, মুসলমান এবং সাধারণ জনজাতির লোকের বাস এই গ্রামে। গ্রামের তিনজন পঞ্চায়েত সদস্য।

সমস্যা এইরকম, পাকা রাস্তা আছে, কিন্তু নিয়মিত সংস্কার হয় না। রাস্তা খানা খন্দে ভর্তি। এছাড়া গরমের সময় জলস্তর নিচে নেমে যায়। তখন গ্রামে নিরাপদ পানীয় জল পাওয়া যায় না। সচেতনতা কিংবা উন্নয়ন গ্রামের সব মানুষের মধ্যে আসেনি। বিশেষ করে তপশিলি জাতির মানুষেরা পিছিয়ে। এঁরা জানেন আঠার বছরের আগে মেয়ের বিয়ে দিতে নেই, তাও তপশিলি জাতির লোকেদের মধ্যে এই প্রবণতা কমেনি। একজন বললেন, 'কম বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিছি। অত রিস্ক (ঝুঁকি) লুবনি। আগেভাগে বিয়ে না দিলে কোথায় খালে অ-খালে পা দিয়ে দুবে। তার জন্যই বিয়ে দিইছি।'

যাওয়া আসার পথে পথে

হাড়ী পাড়ার একজন সালার কলেজে টাইপিস্ট-এর চাকরি করেন। এই অনিল হাজরাই একমাত্র সরকারি চাকরি করেন এ পাড়ায়। বাকিরা মুনিষ খাটেন এবং রাজমিস্ত্রি কিংবা হেল্পারের কাজ করেন। বায়েন পাড়ার একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, দু'জন বি এস এফ কর্মী। বাগ্দী পাড়ার একজন রেল দপ্তর-এর উচ্চ পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। পটুয়া পাড়ার বেশ কয়েকজন ভাল চাকরি করেন।ছয় জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। সতেরো জন সাপুড়ে। তিন জন গরু চিকিৎসক। পট আঁকতে পারেন একজন। পটের গান করেন একজন। এই পটুয়ারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের। অবশ্য এঁরা রীতির দিক থেকে হিন্দু-মুসলমান আচারই বেশি পালন করেন।

সূর্য অস্ত যাবে। সূর্যের লাল আভা বড় একটা পুকুরে প্রতিফলিত হচ্ছে। পুকুর পাড় দিয়ে প্রৌঢ় অতুল পটুয়া সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছেন। সাইকেলে সাপের ঝাঁপি। বাইরের লোক দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। আব্দার করেন, সাপ বার করব? দেখুন, ভাল লাগবে। ছোট থেকে বড় নানারকম আকারের সাপের ঝাঁপি। থরে থরে সাজান। সারাদিনে কত রোজগার হয়েছে জানতে চাই। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। আবার জিজ্ঞেস করি। বলেন – সারা দিন ঘুরে দু' কেজি চাল আর তিরিশ টাকা।পুকুরে গাছের ছায়া ক্রমশ কালো হচ্ছে। পিচ রাস্তায় একটা বড় লরি অনেকটা কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে চলে গেল বর্ধমানের দিকে।

মাঙ্গলিকী

পোয়েটস ওয়ার্লডের আসর

যে সাহিত্য সভায় যোগদান করবার জন্য সুদূর করিমপুর থেকে ভোর ৫টায় যখন কোনও কবি/লেখক যাত্রা শুরু করেন তখন তাঁকে কি বলা যায়? তিনি হলেন বাংলার শাশ্বত সংস্কৃতির এক প্রকৃত ধারক। আর যে সভায় তিনি যোগদান করতে যাচ্ছেন সেই সভা সম্বন্ধে কি বলা যায়? সেই সভা হল 'পারিবারিক অনুষ্ঠান।'

উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটল গত ৬ই অক্টোবর পি–৭৮ লেক রোডে পোয়েটস ওয়ার্লডের মাসিক সাহিত্য সংস্কৃতির আসরে। করিমপুর থেকে এসেছিলেন কবি উত্তম কুমার মণ্ডল। শোনালেন তাঁর সুদীর্ঘ কবিতা, 'কেউ ধরাকে বাঁধতে ভুলোনা।' আবার সুদূর চাকদহ থেকে আগত কবি দিলীপ সরকার শোনালেন তাঁর কয়েকটি কবিতা। খুবই ভাল লাগল তাঁর কবিতা, 'যাঁতা কল'।

তবে গোড়ার কথা গোড়ায়। পোয়েটস ওয়ার্লডের কর্ণধার ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর আন্তরিক 'স্বাগতম' ভাষণে যথারীতি সকলকে যেন বেঁধে ফেললেন পারিবারিক বন্ধনে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্রের গান দিয়েই অনুষ্ঠানের শুরু। এরপর বিবিধ পাঠ। যাঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের ভাল লাগলো তাঁরা হলেন ডঃ বাদল দাস ('প্রতিধ্বনি'), স্বপন শী ('সুখেন কেমন আছো'—একটি পংক্তি প্রতিবেদনের মনে গেঁথে গিয়েছে—'শঙ্খ লাগা তার'), মিনতি গুপ্ত ('মনে পড়ল'), বিউটি পাল ('মধ্যবিত্ত'—অসাধারণ মননশীলতা), গার্গী মুখোপাধ্যায় ('তুমি জাগো') প্রমুখ।

এক অসাধারণ শ্রুতি নাটক পরিবেশন করলেন ডঃ ডালিয়া হোম চৌধুরী ও ডঃ শ্রুতকীর্তি দাশগুপ্ত— নাটকের নাম 'বৌমা বনাম শাশুড়ী', নাট্যকার স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়—এদিন এটাই ছিল আসরের সেরা পরিবেশন।

সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করেছেন কবি রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা ও 'অকবি'(?) বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়রের কবিতা। দুটি কবিতাই প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় 'আলিপুর বার্তা' সাহিত্য পত্রিকায়। ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কারণে, তাঁরই সহযোগিতায় শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা সেনের যীশুখ্রিস্টকে নিয়ে এক সচিত্র, তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ 'আলিপুর বার্তা' সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে— এজন্যেই ধন্যবাদ ডঃ মুখোপাধ্যায়কে।

এদিন বিবিধ গানও ছিল। বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী সঞ্চিতা চট্টোপাধ্যায়ের 'আঁচল ভরা ভালবাসা' ভাল লাগলো। স্বরচিত কবিতায়, আধুনিক বাংলা গান, গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে হীরকদ্যুতির সমান উজ্জ্বল্য ছিলেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক, সঞ্চালক ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়। গায়ত্রী চক্রবর্তীর কণ্ঠে গীত এই সাথে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান ছিল হৃদয়স্পর্শী। অন্যদিকে বিজয়ার আসর হিসাবে এদিন সবাইকে মিষ্টি মুখ করালেন গায়ত্রী দেবী (এছাড়াও ছিল যথারীতি চা জলপানের ব্যবস্থা)। বিভিন্ন জনের সঙ্গীতের সাথে বৈদ্যুতিন তানপুরার ব্যবহার সঙ্গীতকে আরও উজ্জ্বা করে। ডালিয়া হোম চৌধুরীর 'অগ্নিস্নান', পূরবী গুপ্তের 'আমি ধর্ষিতা হচ্ছি' অনবদ্য, হৃদয়ে মোচড় দেয়। ৩ ঘন্টা পার করে পোয়েটস ওয়ার্লডের আসর শেষ হল— কোথা দিয়ে এতটা সময় কেটে গেলো তা বোঝা গেলো না—সত্যিই 'টাইম ফ্লাইস', যদি ভাল অনুষ্ঠান হয়।

জলঙ্গী কবিতা আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক জলঙ্গী কবিতা উৎসব ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর দু'দিন ব্যাপী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয়। নবমবর্ষ কবিতা উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কবি সাহিত্যিক ও অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু। এই জলঙ্গী পত্রিকার সম্পাদিকা ও কবিতা উৎসবের পরিচালিকা চিন্ময়ী বিশ্বাস জানালেন, এতে ২০টি জেলার ১০০ জন করে সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশের কবিরা হাজির হন। প্রসঙ্গত আসেন বাংলাশে নেপাল, আসাম, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, দুই চব্বিশ পরগনা। এদের একক নিজস্ব বাচিক ঢঙে রসিকজনেরা কবিতার ঢালি নিয়ে পাঠ করেন। এরই পাশাপাশি কবিতা ছাড়াও আদিবাসি লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিল চাঁদের হাট এদের মধ্যে ১০ জন স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এমন কি স্বাধীনতা সংগ্রামী পূর্ণেন্দু শেখর ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে আসেন চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া, ল্যায়লা অজ্জুমান (কুমিল্লা) মায়া ওয়ামেদ (মৌলবী বাজার)।

এই দুইদিন বাংলা ভাষা কবিতা উৎসবের মাধ্যমে এক ঝাঁক কবিদের মধ্যে তৈরি হয় পরস্পরের এক ভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কিংবদন্তী কবি ঋষিণ মিত্র, কমিটির সভাপতি রামানন্দ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে শ্লোগান ছিল 'জলঙ্গী নদী বাঁচাও'। বিশিষ্টজনদের আলোচনা ও মতামত আগ্রহী দর্শক সমাজের মন ছুঁয়ে যায়। বিগত কয়েক বছর ধরে এই ধরনের আন্তর্জাতিক কবিতা পাঠের আসরের ব্যবস্থা করে আসছেন সমাজসেবী চিন্ময়ী বিশ্বাস। কবিতা উৎসবে পুরস্কার পর্বের ব্যবস্থা থাকে।

জমজমাট কবিতার আসর এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : নববর্ষের প্রাক্কালে বঙ্গীয় ভাষা সেতু (চন্দননগর) দ্বারা চুঁচুড়া রেনু রেস্টুরেন্ট এর সভাঘরে এক বহুভাষিক কবি সম্মেলন এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হিন্দি, বাংলা, উর্দু ও পাঞ্জাবি ভাষার কবিরা শীতকালীন সন্ধ্যায় তাদের কবিতা পাঠের মাধ্যমে উষ্ণতার ছোয়া আনেন। এই অনুষ্ঠানে কাস্টমস বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর এবং সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট হিন্দি বোর্ডের সিটি সেক্রেটারি শ্রী রণবিজয় কুমার শ্রীবাস্তব সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না কলেজের প্রিন্সিপাল ডা: অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। এছাড়া পুরুলিয়া পদার্পণ পত্রিকার সম্পাদক শর্মিষ্ঠা মাঝি, হুগলি চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটি এর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী অমিত রায় , কলকাতার কালীপ্রসাদ জয়সওয়াল, পাঞ্জাবি ভাষার কবি শ্রী ভূপেন্দ্র সিং অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মৃদুলা চ্যাটার্জি এবং সন্দীপ চ্যাটার্জি। স্মিতা গুপ্ত বিশ্বাসের পরিচালনায় মনন নৃত্য গোষ্ঠী নৃত্য পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করে রঞ্জিত ভারতী, ডা: রুপালী বিশ্বাস, ভাগীরথী কুর্মি, রঞ্জিত প্রসাদ, সুশীল কুমার শর্মা, অবোধ কিশোর প্রসাদ, সুধাকর মিশ্র, রাম অবতার সিং, প্রদীপ ধানুক, মহেন্দ্র প্রসাদ, মহ: জাবির, মাধুরী বসু সাহা, বাসুদেব চক্রবর্তী, বালেশ্বর ভগত, মুরলি চৌধুরী, রুমা মুখার্জী, শ্যামা প্রসাদ সাউ, বিদিশা রায়, অনিল কুমার, প্রমুখ কবিগণ কবিতার আসরকে মাতিয়ে তোলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সচিব মুরলী চৌধুরী সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রদীপ ধানুকা। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রঞ্জিত ভারতী। কবি সম্মেলনের আসর শীতের উপস্থিতিতে আরও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাছাড়া সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে এর কদরই আলাদা।

বর্ষবরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগরের রাঙামাটি আয়োজিত বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠান রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল। ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নাচে, গানে, নৃত্যনাট্যে এবং বোলপুরের কৃষ্ণদাস বাউল ও তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত ও পুরানো বছরকে বিদায় সম্ভাষণের আয়োজন হয়। এই রাঙামাটির প্রাণপুরুষ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই জন্ম হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। তিনি নাটক নিয়ে বিবিধ ধারায় নাট্যচর্চা চালিয়ে যান। কখনও নাটককে বিভিন্ন চোখে দেখবার এবং দেখাবার আয়োজন করেন। নাটক তাঁর জীবনেরই একটা অংশ। এদিন নৃত্য শিল্পী তনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ঘন্যান্য কলাক্ষেত্রম এর নৃত্যগোষ্ঠীরা কয়েকটি পর্যায়ে আলোচ্য নৃত্যানুষ্ঠান করেন। এরপর দ্বিতীয়পর্বে প্রভাস সিংহ রায়চৌধুরীর ভরাট গলায় গান করেন।

সিনেমায় ব্যবহৃত বাংলা গান গেয়ে শোনান তিনি। এইদির সন্ধ্যায় মূল আকর্ষণ ছিল নৃত্যনাট্য তুষারমালা। এই নৃত্যনাট্যটিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দেন রাজপুত্র চরিত্রে মনোতোষ সাহা ও রাজকন্যার ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রেয়সী চট্টোপাধ্যায়। এই নৃত্যনাট্য প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শকের মন জয় করেছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি খুবই রুচিপূর্ণ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডঃ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়।

আজকের এই রূঢ় বাস্তব যান্ত্রিক জগতে রূপকথার চরিত্র যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তুষারমালার মাধ্যমে তা নবীন প্রজন্মকে নিঃসন্দেহে নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে। শৈত্যকালীন অপরাহ্নে এখন হয়তো পিঠে–পুলি, পায়েস বা পাটিসাপটার উপস্থিতি আগের মতো থাকে না। তাও এতকিছু নেই–এর মধ্যেও রূপকথার ব্যাঙ্গমা–বেঙ্গমির মতোই জীবনের এক অভিনব স্বাদ আগামী প্রজন্মকে ছুঁয়ে যাবেই। পেটে না গেলেও এই সংস্কৃতির খাদ্য মননশীলতাকে নির্ঘাত নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

ত্রিন্তিনির জমজমাট নৃত্যানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ জানুয়ারি সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ত্রিন্তিনি ডান্স রিসার্চ সেন্টারের ২৪ তম বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান। ত্রিন্তিনির কর্ণধার সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গোটা নৃত্যানুষ্ঠানটিই

ছিল বর্ণময়, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অর্থবহ। শিশুমনের কল্পনা, স্বপ্ন ঘেরা পৃথিবী থেকে আজকের সামাজিক অবক্ষয় সমস্তটাই রূপ ধরেছে নৃত্যাঙ্গিকে। প্রতিটি নৃত্যেই সুস্পষ্ট পরিশীলিত চিন্তাভাবনা এবং ভিন্নতর মননের চিত্র। ধ্রুপদী নৃত্যশৈলী কত্থক এবং সৃজনশীল নৃত্যের এই সংমিশ্রণ সত্যিই সুকান্তকে অন্য মাত্রা এনে দেয়। মুগ্ধা, দেবাঙ্কিতা, শ্রেষ্ঠা, মৌসীমী, কৌসাম্বী, শ্রিয়া, দেবাবৃতা, সাবর্ণী, মিলি, মৃত্তিকা, শৌর্য্যা সহ ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর দুর্দান্ত পারফরমেন্স এক কথায় অনবদ্য। মেকাপ ও ড্রেসে ছিলেন কৌশিক দাস, মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও নীলাব্জ দাস। সুমিত ও জিৎএর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ও সাহচর্যে সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সুমন মজুমদার ও স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু অনুষ্ঠানটি পরিপূর্ণ হয়েছে সুকান্তের আবেদনে সাড়া দেওয়া কিছু বিশিষ্ট মানুষের উপস্থিতিতে ও ত্রিন্তিনির পক্ষ থেকে তাদের সম্মান প্রদর্শনে। এদিন লোকসংস্কৃতি ভবনের মঞ্চ থেকে সম্মানিত হন দোহার খ্যাত বাংলা ঢোল বাদক মৃগনাভি চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রমনা চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মন্টু দেবনাথ এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ্যাম রেডিও নিয়ে নেপালের ভূমিকম্প তথা তামিলনাড়ুর বন্যা বা ওড়িশার সাইক্লোন দুর্গত এলাকায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দুর্গত মানুষকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। যা সত্যিই অত্যন্ত দুর্লভ দৃষ্টান্ত। এই অনুষ্ঠানে একইসঙ্গে সাধারণ মানুষকে হ্যাম রেডিওর মত একটা অত্যন্ত সাহায্যকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে উৎসাহী ও সচেতন হবার বার্তা পৌঁছে দেন অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটির সব থেকে চিত্তাকর্ষক অংশ ছিল ছাত্র–ছাত্রীদের অভিভাবকদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। সুচিত্রা সেনের চলচ্চিত্রায়িত কিছু সিনেমার ওপর নৃত্যের আঙ্গিকে আলোকপাত করে স্বর্ণযুগের স্মৃতি ও তথ্যকে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল ত্রিন্তিনির মুখ্য উদ্দেশ্য।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬

পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১২ জানুয়ারি – ২৩শে জানুয়ারি ২০১৬

সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

২১ শে জানুয়ারি, ২০১৬

দুপুর ১২টা – **বিষয়–আবৃত্তি**

বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর ঊর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ)

যে কোন রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে। কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে।

বিকাল ৪টা – **একক রবীন্দ্র নৃত্য**

বিভাগ–সর্বসাধারণ

২২শে জানুয়ারি, ২০১৬

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**

বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়

গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য**

বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)।

সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৬

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**

বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর ঊর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)

বিভাগ–গ (৯এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর ঊর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত)

প্রতিযোগিতার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫

বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪,

মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯

কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,

কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০

আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭

মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬

কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬ বৈকাল–৪টায়।

সবিতা গায়েনের ভাগ্য বিপর্যয়

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সবিতার বিয়ে হয়েছিল ১৪ বছর বয়সে। সবিতা কোনও লেখাপড়া জানে না। বাবা মাছ–কাঁকড়া ধরে, খেতে–খামারে কাজ করে সংসার চালাতেন। গোসাবা থানার চরঘেরিতে বাড়ি। পাশের পাড়ার ছেলে, মাছ–কাঁকড়া ধরে আয় করে, তার সঙ্গে সবিতার বিয়ে হয়েছিল। তার নাম বিষ্ণুপদ গায়েন। বিষ্ণুপদ খুব পরিশ্রমী। পৈতৃক বাস্তু থেকে সরে এসে, রাস্তার ধারে জমি কিনে নতুন বাস্তু করেছে। বাস্তুটা বেশ বড়ো। সেখানে মাটির দু'কামরা ঘর। চওড়া বরান্দা। পাশে রান্নাঘর সঙ্গে গোয়াল। সামনে প্রশস্ত উঠোন। বাস্তুটার পুবদিক ঘেঁষে একটা ছোট পুকুর। তার লাগোয়া দক্ষিণ দিকে কাঠা পাঁচেকের মতো ডাঙা। বাড়িতে ঢোকার মুখে উঠোনে একটা নারকেল গাছ। সোজা দাঁড়িয়ে আছে। যেন বাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে। উঠোনের একদিকে, মাঠ থেকে সদ্য তুলে আনা কিছু ধান কাঁড়ি করা। এখন অঘ্রান মাসের মাঝামাঝি মাঠ থেকে নতুন ধান খামারে উঠছে। আমি উঠোনে পা দিতেই নজরে পড়ল, একজন ভদ্রমহিলা বালতি হাতে করে পুকুরঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন। বেঁটেখাঁটো। রোগাও নয়, মোটাও নয়। মাঝারি গড়ন। চোখমুখ শুকনো। চুল রুক্ষ। আমাকে দেখতে পেয়ে থেমে গেলেন। আমাকে জিগ্যেস করলেন, করোকে খুঁজছেন?

– হ্যাঁ। সবিতা গায়েনকে। আমি বললাম।

– আমি সবিতা।

– নমস্কার। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। যদি একটু সময় দেন।

– আপনি কোথা থেকে আসছেন?

– কলকাতা (বেহালা) থেকে। জেনেছি আপনার স্বামী কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করব।

– ঠিক আছে, আপনি আসুন।

– বালতিটা রেখে, ভদ্রমহিলা ঘরের ভিতর থেকে একটা চেয়ার বের করে আনলেন। বারান্দায় চেয়ারটা পেতে দিয়ে বললেন, এখানে বসুন। আমি আসছি। তারপর বালতিটা নিয়ে ঘাটে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আরও একটা চেয়ার এনে আমার পাশে বসলেন। এবার বলুন, আপনি কী জানতে চান?

– দুর্ঘটনাটা কবে ঘটেছিল?

– ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ছল ছল চোখে বললেন, এখন থেকে ঠিক তিন বছর আগে।

– তারিখটা বলতে পারবেন?

– সেটা ছিল ২২ শে অঘ্রান।

আমার কাছে একটা ডায়েরি ছিল। তাতে ইংরাজি ও বাংলা তারিখ দেওয়া আছে। ফিল্ডে বেরুলে সঙ্গে রাখি। সেটা দেখে বললাম, আজ অঘ্রান মাসের ১৬ তারিখ। বাংলা ১৪২২ সাল। ইংরাজি ৩ রা ডিসেম্বর ২০১৫। তাহলে দুর্ঘটনার বাংলা সাল ১৪১৯।

সবিতা গায়েনের একটা ছেলে, প্রভাস। কলেজে বি.এ. পড়ছিল। ছেলেটার বয়স তখন ২১। মায়ের ৪৭। মোটামুটি সুখের সংসার। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো দুর্ঘটনার খবরটা এসে পৌঁছল। দুর্ঘটনার দিন ভোরবেলায় বিষ্ণুবাবু দুই সহযোগীকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ঐ দিনই বলা ১১টার সময় তাঁরা যখন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় খাঁড়িতে দোন পাতছিলেন, বাঘ তখন নৌকোতে বিষ্ণুবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাঁকে তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। দুই সহযোগীর মধ্যে একজনের বাড়ি পাশের গ্রামে, শান্তিগাছী। নাম বাবুরাম মন্ডল (৪৫)। আর একজনের বাড়ি একটু দূরে। নামটাও মনে পড়ছে না, বললেন সবিতা গায়েন। খোঁজাখুঁজি করেও বিষ্ণুবাবুর দেহ পাওয়া যায়নি। পরের দিন পাড়ার লোকজন ও আত্মীয়স্বজন এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সাহায্য করেছিলেন। দু'কেজি ময়দা দিয়ে একটা পুতুল বানানো হয়েছিল। ছোটো করে একটা চিতা সাজিয়ে, তার ওপর পুতুলটা রেখে, নিয়ম মাফিক দাহ করা হয়। দাহ হয়ে গেলে, যাঁরা দাহ করেছিলেন তাঁদের একজন এসে, সবিতার সিঁথির সিঁদুর মুছে, শাঁখা ভেঙে দেন। ছেলে মুখাগ্নি করেছিল। কাছা নিয়েছিল। তেরো দিন হবিষ্যি করার পর পাড়াপড়শি ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে ছেলে

শ্রাদ্ধশান্তি করেছিল।

– আপনি কি ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছিলেন?

– না। আমি কোনও ক্ষতিপূরণের টাকা পাইনি।

– কেন?

– জানি না।

– এখন আপনার সংসার চলে কীভাবে?

– বিঘে পাঁচেক জমি আছে। ছেলেকে নিয়ে চাষবাস করি। ডাঙাটায় সব্জি ফলাই। পুকুরে কিছু মাছও আছে। তাতেই আমাদের দু'জনের চলে যায়। এখন একটাই চিন্তা, ছেলেটা একটা কাজকর্ম পেলে, বিয়ে দিই। ২৪ বছর বয়স হল। আন্তরিক ও অকপট কথোপকথনের জন্য সবিতা গায়েনকে ধন্যবাদ জানালাম।

একটাই ছেলে, প্রভাস। কলেজে বি.এ. পড়ছিল। মোটামুটি সুখের সংসার। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবরটা এসে পৌঁছল। কাঁকড়া ধরতে গিয়ে সবিতার স্বামীকে বাঘে নিয়ে গেছে। সেদিন ছিল ২২ শে অঘ্রান, ১৪১৯ (ইং ২০১২)। সবিতার বয়স তখন ৪৪, ছেলেটার ২১ বছর।

সুন্দরবনের ডায়েরি

সাগরে জমজমাট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাগরে দক্ষিণ হারাধনপুর উদয়ন সংঘের পরিচালনায় ৪ দিন ব্যাপী ৫৮টি দলের অংশগ্রহণে পারুল বালা ও মনোরঞ্জন স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় নিমতলা বালক সংঘ ২–০ গোলের ব্যবধানে বাবা হরি চৌরাস্তা মোড়কে হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি লাভ করে। ম্যান অফ দি ম্যাচ ও সর্বোচ্চ গোল দাতা শিমতলা বালক সংঘের নির্মল প্রামাণিক, মিন্টু খাটুয়া, ম্যান অব দি সিরিজ ও বেস্ট গোলকিপার হিসাবে রাজু প্রমাণিক ও শুভাশিস জানা নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলকে সুদৃশ্য ট্রফি, নগদ সাত হাজার এক টাকা এবং রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি ও নগদ ছয় হাজার এক টাকা প্রদান করা হয়।

পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি জিআরএমই লিমিটেডের প্রাক্তন ম্যানেজার প্রদ্যোৎকুমার দাস, মলয় কুমার মণ্ডল ও সঞ্জয় মণ্ডল ক্রীড়া ধারা ভাষ্যকার অশোক কুমার মণ্ডল, পরিচালক কমিটির সভাপতিদ্বয় দীপক দাস ও অমলেন্দু দাস, সম্পাদকদ্বয় অমূল্য প্রামাণিক ও অনিল দলুই উপস্থিত থেকে ফুটবল খেলার মান উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। দক্ষিণ হারাধনপুর উদয়ন সংঘের নিজস্ব ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত সুন্দরবন বাদাবনের চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত সাগর ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বহুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওম অষ্টাঙ্গ যোগ ফিজিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর আয়োজনে বেহালা গার্লস স্কুলে অনন্ত মান্নার স্মৃতির উদ্দেশ্যে যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোপাল মান্না। প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। মঞ্চে গুণীজনের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজীব বটব্যাল, জ্যোতির্ময় মাইতি, মহামায়া দেবী, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক প্রমুখ ব্যক্তিরা।

প্রতিবছর চার থেকে পাঁচটি স্থানে জাতীয় স্কুল গেমস অনুষ্ঠিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবছর দেশের চার থেকে পাঁচটি স্থানে বড় করে জাতীয় স্কুল গেমস আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যালয়স্তরে বিভিন্ন ক্রীড়ার বিকাশ ও যথাযথ প্রচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি, এমন আরো দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে – অল্পবয়সীদের প্রতিভা চিহ্নিত করা ও শিশুদের শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করতে ক্রীড়া দপ্তর স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব রচনা করবে।

আশা করা হচ্ছে যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ছেলে–মেয়ে অংশ নেওয়ার ফলে প্রস্তাবিত জাতীয় স্কুল গেমস কেবল ক্রীড়ার বিকাশের পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য এবং সংহতিও দৃঢ়তর করে তুলব। জানুয়ারি ২০১৬– তে কেরলে স্কুল গেমস আয়োজনের প্রস্তাব রাখার মাধ্যমে কাজটি শুরু করা হবে।

জার্মান জাত্যাভিমানকে টেক্কা ব্রিটিশ কোচের

আফগানদের হারিয়ে সাফ জয়ী ভারত

কমল নস্কর

এ যেন ফের এক বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা। যাতে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ হল ব্রিটিশ এবং জার্মান। অর্থাৎ জাত্যাভিমানের লড়াইও বটে।

তা এহেন ফুটবলযুদ্ধে নিজেদের থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটাই উচুতে থাকা আফগানিস্তানের জার্মান কোচকে জবরদস্ত টেক্কা দিয়ে গেলেন ভারতীয় ফুটবল দলের ব্রিটিশ কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইন। যার সৌজন্যে হট ফেবারিট আফগানদের হারিয়ে আরও একবার সাফ কাপ এল ভারতের ঝুলিতে। আফগানিস্তানকে ২–১ হারিয়ে সাফ কাপ পেয়েছে ভারত। আর ব্রিটিশ কোচের এই জারিজুরিতে দারুণ অবদান থেকে গেল আইএসএল–এর কলকাতা দলের কোচ অ্যান্টনিও হাবাসের। বলা যায় স্প্যানিশ বুদ্ধিতে জার্মান মগজকে পাল্লা দিলেন ভারতে পুনরায় আসা ব্রিটিশ কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইন।

ভারতের মাটিতে ইংরেজ কোচের পার্ট –২ মোটেই আগের বারের মতো জোলো হচ্ছে না। আগে বাইচুংদের আমলে ভারতে কোচিং করানো কনস্টানটাইন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হিসেবে আবির্ভূত সুনীল ছেত্রী–জেজেদের জন্য। ফলও মিলতে শুরু করেছে হাতেনাতে।

বহুদিন পর ভারত আফগানদের মতো এক শক্ত প্রতিপক্ষকে হারিয়ে এমন একটি টুর্নামেন্ট জিতল। নচেৎ বিগত কয়েক বছরে শ্রীলঙ্কা–বাংলাদেশ–নেপালদের হারাতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে এই ভারতীয় দলকে। সেদিক থেকেও এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় ব্রেক। এখন দেখার টিম ইন্ডিয়া আপাতত কতদিন এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে। র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজেদের উন্নতমানের করে তুলতেও ভারতীয় দলকে আরও তৎপর হয়ে উঠতে হবে। মানে কর্মকর্তাদেরও দেখতে হবে ভারতীয় ফুটবল দল যেন বেশি বেশি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় মোটামুটি সমমানের টিম বা একটু শক্তিশালী দলের সঙ্গে। কারণ ফ্যাশনের বশে বা নাম কেনার হুজুগে ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকার অনেক শক্তিশালী দেশকে এদেশে আনা হয়েছে। যদিও তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

বরং শক্তিশালী বিশ্বমানের দলের সম্মুখীন হয়ে গোলের মালা পরে আরও হীনমন্যতা বেড়েছে ভারতের। এই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যে প্রয়াস দরকার তা কিছুতেই করছেন না বা করতে চাইছেন না ফুটবল কর্তারা। সে জিয়াউদ্দিন থেকে প্রিয় দাশমুন্সি কিংবা প্রফুল্ল পটেলের আমলেও বদলায়নি। এর মাঝে চিরিচ মিলোভানের মতো বড় মাপের কোচিংয়ে কিছু সময়ের জন্য ভারতীয় ফুটবল দল বেশ ছন্দে এলেও কর্মকর্তাদের অবহেলায় সেই সোনার সুযোগও হারিয়েছে। এর মাঝে অনেক বিদেশি কোচ ভারতে এসেছেন, বিশাল মাপের অর্থ নিয়ে কোচিংও করিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বড় মাপের কোনও টুর্নামেন্ট বা বড় দলের সঙ্গে সাফল্য এনে দিতে পারেননি। এই জায়গাতেই হাবাসোচিত কায়দায় কনস্টানটাইন যদি কিছু করতে পারেন সেই অপেক্ষাই রইল।

ক্যারাটেতে 'রাজ্য' সেরা চতুর্থ শ্রেণির 'অরিত্র'

অভিক মিত্র, দুবরাজপুর (বীরভূম) : ৭ থেকে ৯ বছর বয়সী ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রাজ্যের সেরা হল দুবরাজপুর পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র অরিত্র দেবরুজ। অরিত্রের বাবা সাব রেজিস্ট্রি অফিসের কপিরাইটার হিসাবে কাজ করেন। হুগলির ধনেখালিতে প্রতিযোগিতা হয়। রাজ্য সেরা হওয়ার অরিত্রের হাতে কাপ, মানপত্র, মেডেল দেওয়া হয়। অরিত্র ইউথ কর্নারে ক্যারাটে শিখতো। প্রতিবন্ধী সাঁতারু শামিমা খাতুন, বৃত্তিমূলক উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় গৃহবধূ মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায় রায়ের পর ৭ থেকে ৯ বছর বয়সী ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রাজ্য সেরা হয়ে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করল দুবরাজপুরের অরিত্র রুজ। সেই সঙ্গে গর্ব বাড়িয়ে দিল জেলার সংবাদমাধ্যমের। অরিত্রের খবরে খুশির হাওয়া বীরভূমের ক্রীড়ামহলে।

ক্যারাটে–কুংফু বলতে গড়পড়তা বাঙালির কাছে যে ছবিটা প্রথমেই সামনে আসে তা হল ব্রুস লি। এই চৈনিক ক্যারাটে মাস্টারের মহিমা এবং তার অভিনীত একাধিক ছবি এখনও সিডি চালিয়ে দেখার হিড়িক রয়েছে। তাছাড়া নানচাকু ঘোরানোর অভ্যেস ভেতো বাঙালির মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন এই ব্রুস লিই। সেই ব্রুসের প্রিয় গেমসের ছবি দেখতে ভালোবাসলেও একে পেশা হিসাবে নেওয়ার কথা ক'জন বাঙালি ভাবেন সেটাই প্রশ্ন। কারণ এখানে মগজাস্ত্র নয়, শারীরিক পেশীশক্তির প্রয়োজনীয়তা বেশি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অরিত্র যেভাবে সাধারণ ঘর থেকে উঠে এসে বাংলার ব্রুস লি হতে চাইছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে এই নবীন ক্যারাটেবিদকে অজস্র শুভেচ্ছা।

চুঁচুড়ায় আমন্ত্রণমূলক ফুটবল টুর্নামেন্ট

মলয় সুর

হুগলি–চুঁচুড়া তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে গ্রেগরি স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা চুঁচুড়া ফুটবল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়। আটদলের আমন্ত্রণমূলক এই প্রতিযোগিতায় ১ জানুয়ারি ফাইনাল খেলায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব ১–০ গোলের ব্যবধানে ব্যান্ডেল বাণীচক্র

ক্লাবকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদারের তত্ত্বাবধানে ৫ বছর ধরে এই টুর্নামেন্টটি চলে আসছে। ফাইনালে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহনবাগানের কোচ সঞ্জয় সেন, প্রাক্তন গোলকিপার তনুময় বসু, প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় বিভাস সরকার। ছিলেন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হুগলি–চুঁচুড়ার পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়এবং ভাইস চেয়ারম্যান অমিত রায় ও চুচুড়ার এসডিও সুদীপ সরকার। খেলায় ম্যান অফ দি ম্যাচ হন ডি.এম ক্লাবের লক্ষ্মী মান্ডি। অন্যদিকে ম্যান অফ দি সিরিজ বাণীপুরের সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেরা ডিফেন্ডার টিএম ক্লাবের অমিত কুন্ডু। চ্যাম্পিয়ন দলকে নগত পঁচিশ হাজার ও রানার্সকে কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হয়। খেলাটি পরিচালনা করেন গৌতম চক্রবর্তী ও ফিফা রেফারি বিপ্লব পোদ্দার । প্রতিযোগিতাকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

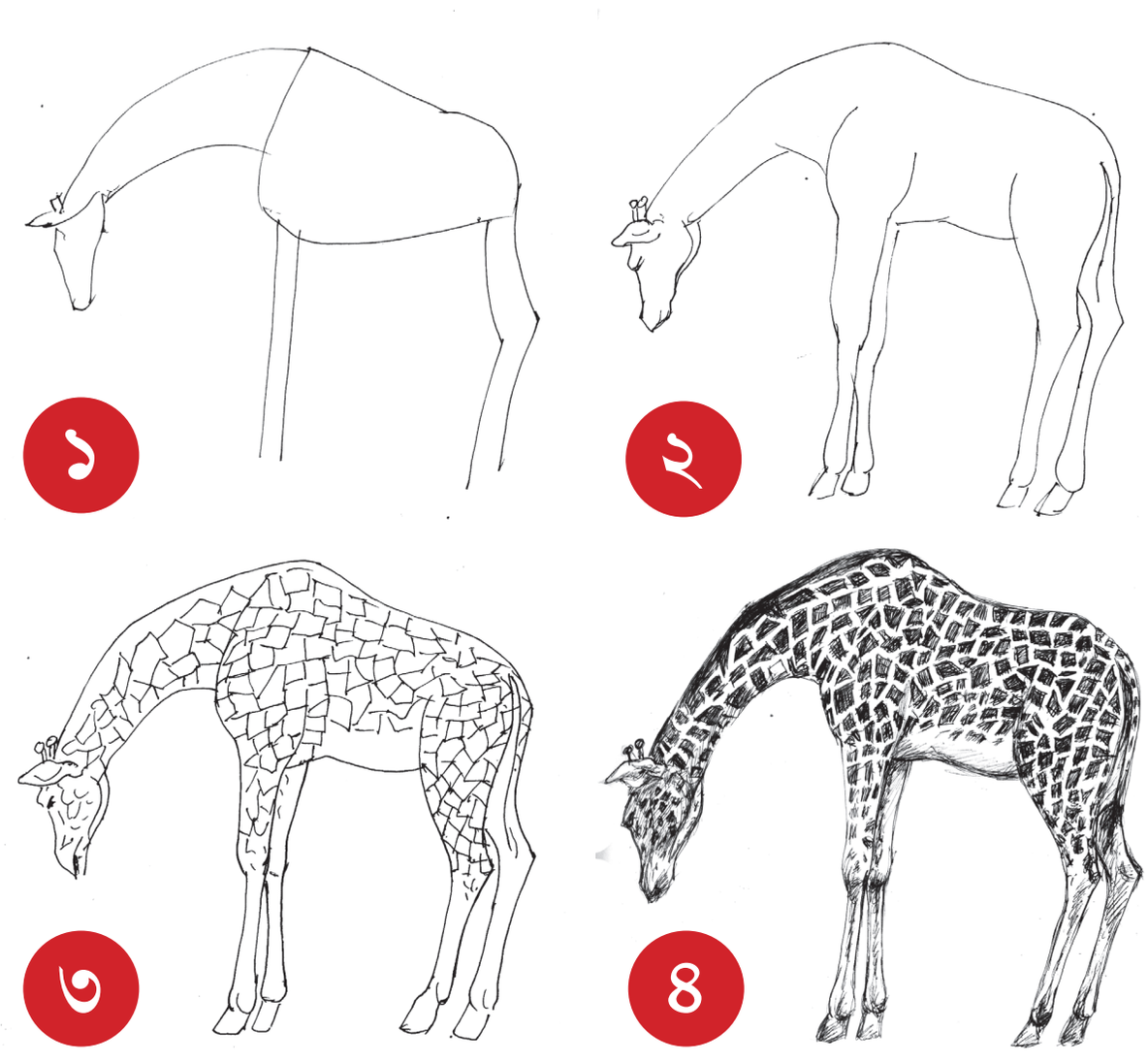

জেনে রাখো জেনে রাখো জেনে রাখো জেনে রাখো জেনে

সপ্তাহের দিনের নামগুলি কি করে হল

শনিবার এলেই ছুটি ছুটি আমেজ, কারণ পরের দিনটা রবিবার। আর রবিবার গেলেই আবার সেই কাজের হিড়িক। সপ্তাহ শুরু কাজের টেনশন। কিন্তু এই শনি, রবি, সোম... এই নামগুলো কি করে হল?

ইতিহাস বলে, বহু দিন আগে দিনের কোনও নাম ছিল না কারণ মানুষ তখন সপ্তাহ আবিষ্কার করে নি। সেই সময়ে এক মাস অন্তর অন্তর সময়ের নির্ধারণ হত। এবং মাসে ছিল প্রচুর দিন। প্রত্যেকটি দিনের নামকরণ করা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু যখন মানুষ শহর তৈরি করতে শুরু করল তারা একটা দিন বাজার হাট করবার জন্য বরাদ্দ করল। কিছু কিছু জায়গায় দশ দিন অন্তর অন্তর কিছু জায়গায়, আবার পনেরো দিন অন্তর আবার কিছু জায়গাতে সাত দিন অন্তর অন্তর এই দিনটা বরাদ্দ হলো। ব্যাবিলিয়নরা ঠিক করেছিল সাত দিন অন্তর অন্তরই হবে এই দিনটি। ওই দিনটাতে তারা কোনও কাজকর্ম করবে না তারা কেনাকাটা করবে আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করবে। অর্থাৎ এ দিনটা হবে তাদের ছুটির দিন। জিয়ুরা সপ্তম দিনটিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন কর। এরকম ভাবেই সপ্তাহের সূচনার হল। জিয়ুরা এই সপ্তমদিনটির নাম দিল সাববাথ (এখন সেটা হল শনিবার)। তাইজন্য বুধবারটা হল চতুর্থ দিন।

যখন মিশরীয়রা একটি সপ্তাহের সাতদিন ঠিক করল তখন তারা দিনগুলির নাম দিল পাঁচটি গ্রহ, সূর্য এবং চন্দ্রের নামে। রোমও মিশরকে অনুসরণ করলো। সেগুলি হলো সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি। তবে আমরা এই নামগুলো রোমের থেকে পাইনি, অংলোস্যাকশনদের থেকে পেয়েছি। যারা তাদের ভগবানের নামে নামকরণ করেছে। তবে তাদের এই ভগবান রোমের ভগবানের সঙ্গে কিছুটা এক।

সূর্যের দিন হলো সাননান ডেগ বা সানডে— রবিবার।

চন্দ্রের দিন হল— মোনান ডেগ বা মনডে— সোমবার।

মঙ্গলের দিন হল— টাই। তিনি হলেন যুদ্ধের দেবতা— টুইস ডেগ বা টিউসডে— মঙ্গলবার।

বুধের দিন হল— ওডেন দেবতার— ওয়েডনেসডে— বুধবার।

বৃহস্পতির দিন হল— বজ্রের দেবতা থর— থার্সডে— বৃহস্পতিবার।

এর পরের দিন নামকরণ হয়েছে ফ্রিগ দেবীর নামে যিনি কিনা ওডেন দেবতার স্ত্রী—ফ্রাই ডে— শুক্রবার।

শনির দিন হল—স্যাটার্নস ডেগ—স্যাটারডে— শনিবার।

দিন হলো সূর্য উদয় থেকে সূর্য অস্ত এটা মানতো অ্যাংলো স্যাকসনসরা। কিন্তু রোমে মানা হয় মধ্য রাত থেকে মধ্য রাত হলো একদিন। এই নিয়মটাই সবাই মেনে আসছে।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com